উৎসর্গ :

সত্যেন্দ্রনাথ বসু,
সন্তোষকুমার দাস,
মন্মথনাথ বাইরী ও
হরিশচন্দ্র কুণ্ডু-কে।

প্রথম প্রকাশ : ৩০ অক্টোবর ১৯৫০

প্রকাশিক : প্রশান্ত দাস
মহাপৃথিবী ০০০
১১, ঠাকুর দাস দত্ত প্রথম লেন- হাওড়া-১
মুদ্রক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত
প্রাচী প্রেস
৩২, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলিকাতা-৯

...

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ও অঙ্কন : মানব বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঁধাই : অশোকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
কলিকাতা-৯

সূচি

অসীমকুমার বসু (জন্ম ২৫ অক্টোবর ১৯৪৪ কলকাতা) রচনাকাল ১৯৭২-৭৪

ট্যুরিস্ট ৫ সার্থক জনম ৬ আত্মসমর্পণ ৭ সাতাশ বছরের স্বাধীনতা ৮
পিকনিক ৯ জীবনযাপন ১০ ভালবাসা ১১ এবং তাতার ১২ খাদ ১৩
দু'রকম পৃথিবী ১৪ কি বলেছিল অরুণা ১৪ নষ্টালজিয়া ১৫ অনুসরণ ১৫
সুবিমলের প্রতি কয়েক লাইন ১৬ কিছুই যখন মনে পড়ে না ১৭
রক্তের দাগ ১৭ তোমাকে ডাকার আগে ১৮ অসময় ১৯

জ্যোতির্ময় দাশ (জন্ম ৪ অগাস্ট ১৯৪০ কলকাতা) রচনাকাল ১৯৭৩-৭৪

আমার বন্ধু এখন চারজন ২০ দূরে চলে যাই ২১
প্রেম ও পুণ্যের মাঝে কিছুক্ষণ ২১ একটি গোলাপের স্বপক্ষে
প্রণয় সম্পর্কিত ঘোষণা ২৩ পারিধা ২৪ বিকল্প ভূমিকায় ২৫
একটি দুর্লভ মাধবীলতা ২৬ উত্তরসূরীর জন্য কিছু ভাবনা ২৭
সাম্রাজ্যের স্বপ্ন সম্ভাবনা ২৮ তীক্ষ্ণ কাঁটার ঋজু মুখ ২৯
কলকাতা : বার্দ্ধক্যের বারনারী ৩০ দুটি গোপনীয় নকশা ৩১
দাঁড়িয়ে থাকুন নাটক শুরু হবে ৩২ স্বতোৎসারিত প্রার্থনা ৩৩ আকাল ৩৪
একটি লাল তারিখ ৩৫

অজিত বাইরী (জন্ম ১৭ নভেম্বর ১৯৪৫ কনকপুর, হুগলী) রচনাকাল ১৯৭১-৭৩

ঈশ্বর অথবা শয়তান ৩৫ ঈশ্বর নয়, নিজেকেই ৩৬ সম্পূর্ণ মানুষ ৩৬
শিক্ষার্থী ৩৭ রে কাঠুরিয়া ৩৭ দক্ষ কারিগরের অভাবে, হে প্রভু ৩৭
শ্রেষ্ঠ সম্মান ৩৮ ঋণ ৩৮ প্রথম আগুন তুই ৩৯
রজকের কাছে, চণ্ডালের কাছে ৩৯ উটের পেটের নীচে ক্লান্ত বেদুইন ৩৯
চাইবাসায় দীর্ঘ বিষাদ ৪০ কবিতাকে ৪০ প্রথম প্রতিবাদ ৪১
প্রতারণা অথবা প্রতিশোধ ৪১ লাল লাল ফুলের কুশন ৪১
শিকল আর সিন্দুক বানানোর শব্দ ৪২ ডলারের তপ্ত চুল্লীতে মুখ ৪৩
মুখের মধ্যে বিদ্যুতবাহী তার ৪৪ গ্রেভইয়ার্ডে বৃষ্টির বিকেল ৪৪
সভ্যতার জানলায় সাদা কঙ্কাল ৪৫ অব্যক্ত যন্ত্রণার অন্ধকার বারান্দায় ৪৬
পিকাশোর ছবি কলকাতা'র প্রচ্ছদে ৪৮ একরাত্রি উচ্ছন্নে যাবো ৪৯

শম্ভু রক্ষিত (জন্ম ১৬ অগাস্ট ১৯৪৮ কদমতলা, হাওড়া) রচনাকাল ১৯৭৪

তিনি ৫০ নির্গমন ৫১ প্রাসাদকুক্কুট ৫২ বৌনায়নের স্বপ্নরাজ্যে ৫২
মড়িঘর ৫৩ মন্দ্রস্বর ৫৪ চিত্রকর ৫৫ চিন্তন ৫৭ সোনার দাসী ৫৮
আমার নিখর্ব ছায়ার থেকে বহুদূরে ৫৯ পৃষ্ঠপোষণ ৬০ নেরিস ৬১
বিবেকানন্দ ৬২ অদৃষ্ট ৬২ জিজীবিষা ৬৪ উপসংহার ৬৪

এই

কবিদের অপবঞ্চ গ্রন্থ :

অসীমকুমার বসু : ১. সরাইখানায় অন্ধকার

জ্যোতির্ময় দাশ : ১. নিহত শান্তির সন্ধানে ২. স্বগত উচ্চারণ
৩ জন্মান্তরবাদ : রহস্য ও রোমাঞ্চ (প্রবন্ধ) ৪ এই জীবনের রঙ্গমঞ্চে (গুজরাতী উপন্যাসের অনুবাদ) ৫ অলিম্পিক আসরে বরণীয় যারা (অনুবাদ)

অজিত বাইরী : ১. নৈঃশব্দ্য, সম্মোহন এবং বিষাদ

শম্ভু রক্ষিত : ১. সময়ের কাছে কেন আমি বা কেন মানুষ
২. প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না
৩ অস্ত্রনিরস্ত্র (উপন্যাস) ৪ শুকনো রোদ
কিংবা তপ্ত দিন অথবা নীরস আকাশ প্রভৃতি (ছোটগল্প)
৫. সাম্প্রতিক তিনজন
(শম্ভু রক্ষিত দেবী রায়
সুব্রত ঘোষ)

কবিতাকে এর রহস্যময়তার জন্য ভালবাসি। কবিতাকে চিরে চিরে আমি দেখাতে
চাই জীবনের হাসি আনন্দ ও বেদনার স্বরূপ।
কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষকে আমি জীবন ও স্বপ্নের কাছাকাছি এনে দেব।

ট্যুরিস্ট

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে অজস্র ভীড়ের মধ্যে
কে এই মানুষ?
দীর্ঘ চুল মুখের রেখায় পথ ভ্রমণের ক্লান্তি
উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে সে পথের অপর প্রান্তে চেয়ে থাকে
তার দাড়িতে আরব সমুদ্রের হাওয়া খেলা করে
বিরাট ব্যস্ত এই শহরে
অসংখ্য বাড়ী ও মানুষের ভীড়ে সে কোথায় যাবে?

পিঠে ঝোলা
হিপ্‌পকেটে ম্যারিজুয়ানার সঙ্গে মিশে আছে
অবশিষ্ট কিছু ভারতীয় মুদ্রা.
জামা প্যান্ট নোংরা হয়ে এসেছে অনেক
হাতের নক্সার দিকে সে আরও একবার তাকায়—
বেনারস, আগ্রা, দিল্লীসমেত
আরও অনেক ছেটানো শহর চোখে পড়ে।
'ইণ্ডিয়া ফ্যানটাসটিক' লুসি বলেছিল
তার পিঠের ঝোলাতে টান পড়ে
বিস্মরণের মতো ক্লান্তি আসে
একটা সস্তা হোটেলে ঢুকে সে চা ও পাঁউরুটি নিয়ে বসে
তার নিউজার্সির একটা ছোট এপার্টমেন্টের কথা মনে পড়ে,
ময়লা পর্দা
পর্দার ওপারে রোদ
মেঝেতে ছড়ানো বিয়ারের আলস্যময় বোতল
পিয়ানোর আওয়াজের মতো মৃদু ঘুম আসে
অনেক শহরসমেত অর্বাচীন নক্সাটা
চায়ের পেয়ালার সাথে কাঠের টেবিলে পড়ে থাকে।

আমার রুক্ষ চুল, অবিনয়, আত্মনিমগ্নতা
ঘুমের আলস্যের মত প্রিয়
হয়তো তুমিও জান এইসব গোপন সম্পদ,
অচেনা স্টেশনে শুয়ে থাকা ভালো লাগে,
তবু একদিন ক্লান্তি আসে, তাই
বহুদিন পলাতক রাজাদ্রোহীর মত
আবার ক্ষুব্ধ আত্মসমর্পণে ফিরে আসি
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিই আমার দুর্বিনীত ভঙ্গী,
সঞ্চিত আত্ম অভিমান—
তোমার হাসির লোভে।

সাতাশ বছরের স্বাধীনতা

ঘুম থেকে উঠে আমি বাইরে আসি
এই পৃথিবীর কথা ভুলে থেকে
কাল বড দীর্ঘক্ষণ ঘুমিয়েছি আমি,
এই ঘুম এই বিস্মরণ মাঝে মাঝে লজ্জা দেয়
তবুও এই ঘুম নিয়ে থাকি
এই ঘুম নিয়ে বড হই আমরা সকলে।

এখন ভোরের পৃথিবী
ট্রামলাইন জুড়ে আবছা কুয়াশা
তার মধ্যে অলৌকিক স্বপ্নের মতো
লাইট জ্বালিয়ে একটি ট্রাম,
ট্রামলাইনের ওপরে বসে থাকা একটি পাখি
সোনালী রোদ্দুরের দিকে উড়ে যায় :
ক্রমশঃ রোদ্দুর তীব্র
দেয়ালে স্পষ্টতর দীর্ঘতম শ্লোগানের ভাষা
অস্থির সময়, তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ?
প্রতিদিন মাঝরাতে ঘরে ফিরি

ফুটপাত জুড়ে চোখে পড়ে সাতাশ বছরের বুভুক্ষু স্বাধীনতা
বন্যার জলস্রোত, খরার তীব্র রোদ
এখনও মানুষকে সমানভাবে গৃহছাড়া করে,
প্লাটফর্ম জুড়ে পড়ে থাকে মানুষের মত মানুষের কিছু ছায়া
চোখেতে সবুজ স্বপ্ন নিয়ে কৃষকরমণী শুয়ে থাকে
সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে ক্ষুধার মত শুধু তীব্র অনুভূতি
পাশ দিয়ে হেঁটে যায় ব্যস্ত জনতা—
কিছু উদাসীন, কিছু নিরুপায় করুণাগ্রস্ত
সাতাশ বছরের ক্ষুব্ধ স্বাধীনতা, তুমি আমাদের
আরও কতদূর নিয়ে যাবে ?

পিকনিক

সন্ধ্যার পরে কিছু যুবক যুবতী
মাঠের মধ্যে এসে জমা হয়,
শহর পেরিয়ে এই মাঠ,
ঠিক উপকণ্ঠ নয়
শহরের কোলাহল যতদূর যায়
তার থেকে আরও কিছু দূরে
যেখানে গাছের ছায়া দীর্ঘতর ঘন হয়ে থাকে
জ্যোৎস্না সেখানে থাকে আপনগর্বে সুমহান
অপ্রতিহত বিদ্যুতের থেকে আরও দূরে- সেইখানে ।

সন্ধ্যার কিছু পরে দিগন্তের কাছাকাছি
ধানক্ষেত থেকে চাঁদ উঠে আসে,
এইসব যুবক যুবতী
নিজেদের হৃদয়ের খোঁজে শহর ছাড়িয়ে
এতদূর পথ হেঁটে আসে ।
এখানে কারও মনে জমে আছে
প্রণয়ের মত কিছু ভাষা,

কারও মন চোখের গভীরে ডুবে
হৃদয়ের ব্যথা ভুলে থাকে,
কেউ যায় বহুদূর নিরুদ্দেশে
প্রাত্যহিক কল্পনার মাঝে.
শহরের কাছাকাছি এই মাঠে
বেশ কিছ যুবক যুবতী
নিজেদের ব্যথা, প্রেম, হাসি নিয়ে থাকে।

শ্যামল সুনন্দার পাশে গাছের ছায়ায় এসে বসে
সুনন্দা মৃদু হাসে.
শ্যামল সুনন্দার হাতে হাত রাখে।
অপর্ণা সমীরকে ভালবাসে
সমীর গায়ত্রীকে,
গায়ত্রী হেমন্তের হাওয়ার মত উদাসীন
জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে থাকে।
আগামী সপ্তাহে অর্ণব বিদেশে চাকরীতে ফিরে যাবে
কুশল উত্তরপ্রদেশে সার কারখানায় ব্যস্ত ইঞ্জিনিয়ার
সুমিতার বিয়ে ঠিক.
আবছায়া চাঁদের আলোয় অপলক জ্যোৎস্না ঝরে পড়ে
এইসব যুবক যুবতী বহুক্ষণ স্তব্ধ বসে থেকে
হেমন্তের ধানক্ষেতে জ্যোৎস্না-ভরা দৃশ্য মনে রাখে।

জীবনযাপন

এইভাবে দিন চলে যায়
এইভাবে সকালের শিশির থেকে
ক্রমশঃ উঠে আসে রৌদ্রতপ্ত দিন,
দিগন্তসীমার কাছে অচেনা মানুষের কণ্ঠস্বর
কিছুটা অন্যমনস্ক করে মানুষের মন,
কল্পনায় যতদূর দেখা যায় তারও পরে
কোন এক অজানা শহর,

তার রাস্তাঘাট, ভোরবেলার জন্য মন কেমন করে,
ভেবে দেখি
পৃথিবীতে এখনও কত কিছু অচেনা অদেখা রয়ে গেছে।

সকালে দাড়ি কামাবার সময় মনে পড়ে
বড় দীর্ঘদিন বন্দনাকে চিঠি লেখা হয় নি,
বহুদিন ভুলে আছি গান,
কেবল স্নানের সময় মাঝে মাঝে
প্রিয় কবিতার নাম মনে পড়ে
তখন অবাক হয়ে ভাবি
কত মগ্ন এই বিস্মরণ
কত ব্যাপ্ত অলীক সময়।

এইভাবে দিন যায়
এইভাবে ব্যস্ততা, ঠাণ্ডা পানীয়ের তৃষ্ণা, জীবনযাপন,
তবুও মাঝে মাঝে
ঝিলের জলে অলৌকিক প্রতিফলনের মতো
বিস্মৃত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে.
রেললাইনের ওপার থেকে মুহূর্তে উঠে আসে চাঁদ
তখন সুপর্ণা মৃদু হাসে
চীনেবাদামের গন্ধ
হেমন্তের সন্ধ্যা ক্রমশঃ রহস্যময়তা থেকে
অস্পষ্ট কুয়াশার দিকে ফিরে যায়।

ভালবাসা

তুমিই শিখিয়েছিলে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে ফুল
তুমিই শিখিয়েছিলে স্তনের অনেক নীচে
চুম্বনের স্পর্শকাতরতা,
গভীর নখের দাগে মুগ্ধ হয়ে দেখে নিতে
রক্তের উজ্জ্বল মহিমা—তুমিই শিখিয়েছিলে।

ভালবাসা ক্রুদ্ধ হন্তারক—আজ তাই বুঝি
দেশ বিদেশের অন্ধকার গলিঘুঁজি ঘুরে
আরও অন্ধকারে নীলচে আলোয় মদের টেবিলে গিয়ে বসি.
তোমার বিবস্ত্র সুষমার তীব্র আলো জ্বলে
চারিদিকে বেসামাল পৃথিবী মানুষ আসবাবসমেত দুলে ওঠে.
তোমাকে ছিন্নভিন্ন করার আগে চোখ ঢেকে নিই
বুশশার্ট খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিই তোমার শরীরে
অপ্রস্তুত অশ্রু কিছু মিশে যায় ক্রুদ্ধ নীল মদের গেলাসে।

এবং ভাণ্ডার

আমি এলেই ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় দোকানদার
কাঁপতে কাঁপতে নিভে যায় গ্যাসের আলো
ঘোড়া থেকে নেমে
ধীর পদক্ষেপে আমি এগিয়ে যাই প্রধান তোরণের দিকে,
দ্বাররক্ষী খুলে দেয় সিংহদ্বার
ওপারে সুপ্ত নগরী
সূর্য ডোবার পর হাসি ও বেদনার মধ্যে
স্বপ্নের ছায়ারা খেলা করে।

এখন গভীর রাত্রি
দু'ঘন্টা আসে নি বাতাস
মমত্ব জাগার আগে
সতর্ক নেকড়ে এসে পা চাটে পরম বিশ্বাসে
জ্বলন্ত মশাল ঐতিহাসিক আলো ফ্যালে রাস্তার গাছে,
ঘুম থেকে জেগে ওঠে কাক
অদ্ভুত ভয়ার্ত স্বরে ডেকে ওঠে অজানা সারস
অকস্মাৎ লোভ ও হিংসার নীল চোখ জ্বলে
অধৈর্য হয়ে ওঠে একহাজার অনুচর
তরোয়ালে হাত রেখে আমি
ঘুমন্ত মানুষগুলির তৃপ্ত মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকি।

খাদ

পৃথিবী এখানে গভীর
পাইনের পাশ দিয়ে
সূর্যালোক নেমে যায় গভীর গভীরতম
জঙ্গলের প্রত্যান্ত প্রদেশে,
সবুজ পাতার পাশে হাওয়ার শিহরণ
সতর্ক করে দেয় অন্যমনস্ক পথিকের মুখ
রোদ-চশমা খুলে নিয়ে ডানপাশে তাকাবার আগে
সহসা কুয়াশায় ঢাকে রাস্তার পায়ে চলা বাঁক
এইমাত্র পথ ছিল—
এখন ধোঁয়ার মত শুধু জলকণা
পশমের গায়ে এসে লাগে

তুমিও তো দেখেছিলে
ভালোবাসা, বিস্মরণ, প্রেম
মানুষকে পাহাড়ের সুমহান উচ্চতায় নিয়ে আসে
ঘরবাড়ী, গাছ, পাখি, প্রাচীরের ছায়া থেকে দূরে
নিজেদের একান্ত অনুভবে
যেখানে উচ্চ অহমিকা উষ্ণতার মত
ঘিরে থাকে মানুষের মন
যেখানে মানুষ তৃপ্ত
সম্রাটের থেকে কিছু বড, সেইখানে।
এখানে সময় স্থির
তারপর অকস্মাৎ মধ্যাহ্ন প্রখর হয়ে ওঠে,
তৃষ্ণা লাগে
চোখে চোখ রাখার মত অস্বস্তি থেমে থাকে পাইনের পাশে
হাওয়ায় অজস্র শব্দ, সংশয়, প্রশ্ন ধরে
সূর্যালোক নেমে যায়
গভীর গভীরতম মননের প্রত্যান্ত প্রদেশে।

দু'রকম পৃথিবী

মির্জা ইসমাইল রোডে
তিনচাকা গাড়ীর পিছনে ঝুলে থাকে
শীর্ণ কঙ্কালসার একটি ছেলে
পৃথিবীতে আসবার পর আটবছরের তীব্র অভিজ্ঞতা
তাকে শিখিয়েছে রোদ্দুরের উজ্জ্বলতা, তেজ।
জীর্ণ ময়লা প্যাণ্ট, ছেঁড়া বুশশার্ট
কাঁধে বিদেশী চামড়ার ব্যাগ—
যাত্রীদের ভাড়া গুণে গুণে কিছুটা ক্লান্ত উদাসীন।
দুপুর বারোটায় ছুটন্ত গাড়ীতে যেতে যেতে
চোখে পড়ে সিনেমা পোস্টার, বাড়ী, স্কুলের মসৃণ বাস
ছেলেটি অবাক চোখে দ্যাখে
তারই বয়সী কিছু ছেলে এখনও পৃথিবীতে হাসে, গান গায়
ছেলেটি ক্ষিধের জ্বালায় চীৎকার করে যাত্রী ডাকে
শুয়োর, নর্দমাভরা, নোংরা বস্তীর কথা মনে পড়ে
চলন্ত গাড়ীতে যেতে যেতে
অবসন্ন ক্ষুদে নাগরিক
কিছুটা বিস্ময়সহ দু'রকম পৃথিবীর কথা ভাবে।

কি বলেছিলে অরুণা

জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার পর খেয়াল হয়
অন্যমনস্ক ছিলাম এতক্ষণ,
কাস্টমস্ অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে
তুমি কি বলেছিলে অরুণা?
এত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও শেষপর্যন্ত
তোমার জরুরী কথাটা শোনা হ'ল না,
অন্যমনস্কতার এই দুঃখ জীবনে কতবার আসে?
এখন নীল জলরাশি
অন্যদেশে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজ,

অস্পষ্ট তীরভূমি’
তবু দেখতে পাচ্ছি তোমার রুমাল উড়ছে হাওয়ায়,
বড় বেশী বাতাস এখন, তীব্রতর ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস,
কান পেতে শুনেও
তোমার অশ্রুত কথায় অস্পষ্ট সমর্পণ ছিল কিনা বুঝতে পারি না।

নষ্টালজিয়া

জীবন বদলে নেওয়ার আগে
আমি পুরানো জীবনের দিকে পিছন ফিরে দেখি,
এই সেই ঘর,
এখনও দেওয়ালের গায়ে উল্টোভাবে ঝোলানো আছে ক্যালেণ্ডার
চটিজুতো এখানে ওখানে ছড়ানো
টেবিলের ওপরে হিটার, এ্যাসট্রে
আলনায় ধোপদুরস্ত জামার সঙ্গে মিশে আছে আধময়লা জামা,
জীবন বদলে নেওয়ার আগে এগুলি আমি ভালভাবে দেখি
ঊনত্রিশ বছরের পুরানো জীবনকে বড় মায়াময় মনে হয়,
কৈশোরের অভিমান, যৌবনের তীব্র অনুরাগ মনে পড়ে
জীবন বদলে নেওয়ার আগে
পুরানো চিঠিপত্রগুলো পড়ে দেখি
পুরানো অসীমের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে
ফুলের সুগন্ধের মতো অজস্র সময়ের কথা মনে পড়ে
মাঝরাতে বহুদূরে নির্জনতায় একাকী জ্যোৎস্নায় হেঁটে যাই।

অনুসরণ

আমার দৃষ্টির থেকে তুমি বহুদূরে যাও
আমার দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করে ফেরে
মাঝরাতে কলকাতার ফুটপাত জুড়ে
অসামান্য অন্ধকার চিৎপাত শুয়ে থাকে,
শেষ ট্রাম চলে যাওয়ার পর
অলৌকিক নির্জনতায় হালকা হয়ে ওঠে বাতাস
আমি লাইটপোস্টে হেলান দিয়ে

ধীরভাবে সিগারেট ধরাই
বাড়ীতে ফেরার কথা মনে পড়ে
বুকপকেটে ঘামের মধ্যে ভিজে যায়—
তোমার অস্পষ্ট ঠিকানা, তোমার মুখ।
বাড়ী ফিরে ঘুমোবার আগে
তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি,
দুরন্ত তৃষ্ণার মতো অভিমান জাগে
স্বপ্নের মধ্যে শহর ছাড়িয়ে গ্রাম
গ্রাম ছাড়িয়ে আরও দূর শহরে
তোমাকে অবিরাম অনুসরণ করে চলি।

সুবিমলের প্রতি কয়েক লাইন

করুণার দৃষ্টি তুই ফিরিয়ে নে সুবিমল
আমার অসহ্য লাগে,
আমি জানি—অমি স্নান করি নি বহুদিন
আমার গায়ে ঘামের গন্ধ, দাঁত ময়লা
আমি বহুদিন রাত্রে কলকাতার পথে ঘুরে বেড়িয়েছি একা
আমি ভুল ট্রেনের টিকিট কিনে প্রায়ই অজানা শহরে চলে গেছি,
আমি সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে
ঢেউ ফিরিয়ে দিয়েছি অমল রোদ্দুরে,
আমার মুখভর্তি দাড়ি
তবু ভালো ব্লেডে আমার দরকার নেই
—তুই তো জানিস।
সুবিমল, এতদিন পরে তোর সংগে দেখা
তবুও একসংগে পাহাড়ে ওঠার কথা তোর মনে হল না?
তুই এত আত্মমগ্ন কেন সুবিমল? এত উদাসীন কেন তুই?
আমার এই টাকাগুলো তোর সংগে রাখ সুবিমল
কাল সকালে ছাদে উঠে
হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিস নোটগুলো
পায়রা ওড়ানোর মতো,
আমার এখন ঘুম পাচ্ছে ভীষণ
তোর বৈঠকখানার সোফাগুলো সরিয়ে
আমি এখন মেঝের ওপরে শোব।

কিছুই যখন মনে পড়ে না

কিছুই যখন মনে পড়ে না
বোধের ঘর শূন্য। জীবন জুড়ে
কোনটা দামী পাপ অথবা পুণ্য,
নীরব মনের অলসতায় ভাবতে থাকি
আপন মনে—সবুজপাতা কখন আসে
রৌদ্রপ্রখর রুক্ষ বনে।
অন্ধকারে বাইরে দূরে যায় না দেখা
তোমার চিবুক। শিমুল তুলোয় হালকা ভাসে
সুখ মেশানো অনেক অসুখ।
তখন আমি পেরিয়ে যাই ছায়ায় ঘেরা
ঘুমন্ত গ্রাম। অনুভবের মধ্যে আসে
স্বপ্ন ছোঁয়ার গভীর আরাম।

হয়তো তখন বিস্মরণের ঘূর্ণি ছিল
চৈত্র মাসে। শুকনো পাতা
যেমন করে আকাঙ্ক্ষিত সবুজ ঘাসে।
বৃষ্টি নামার অনেক দেরী
এমন কোন শূন্যক্ষণে—প্রতিশ্রুতি
ভালবাসা অর্থবিহীন—রয় না মনে।

রক্তের দাগ

জামার এক কোণে এক ফোঁটা রক্ত লেগেছিল,
শুধু সেই গৌরবের অপরাধে
জামাটা বাতিল হয়ে যায় মহার্ঘ জিনিসের তালিকায়
আলমারী খুলে জামাটার দিকে
তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ
আমারই শরীরের রক্ত

তাজা লোহিত কণিকাগুলি উজ্জ্বল হয়ে আছে এখনও।
এই একবিন্দু রক্ত—তার জন্যেই
আর কোনদিন ব্যবহার করা যাবে না জামাটা।
রক্তের দাগটি ধুয়ে ফেলা চলে
কিন্তু ভাবতে পারি না সেকথা।
জীবনে একবারই
কিছুক্ষণের জন্যে মানুষ হয়ে উঠেছিলাম একটি সকৃতজ্ঞ চোখে,
এই এক বিন্দু রক্তের দাগের দিকে চেয়ে
এখনও মাঝে মাঝে তাই
জীবনকে উজ্জ্বল রৌদ্রময় মনে হয়।

তোমাকে ডাকার আগে

কলিং বেল-এ হাত রেখেও
চুপচাপ থেমে থাকি বহুক্ষণ
তোমাকে ডাকার আগে সংশয় জাগে
মনস্থির করতে পারি না
হৃৎস্পন্দনের মতো কম্পমান অজস্র সময় চলে যায়
গাছের শিখর থেকে পাতা ঝরে
প্রচণ্ড রোদ্দুরে চৈত্রের ধূলো ওড়ে হাওয়ায়
মনের গভীরে খুঁজে দেখি
রাগ নেই, অভিমান, দ্বিধা, হাত কাঁপে
তোমাকে ডাকার আগে—

এত দীর্ঘ এই পথ,
এই শহরে কোন গাছ নেই
নিজেকে বড অসহায় মনে হয়
জ্বরের মধ্যে তৃষ্ণা পাওয়ার মতো দুঃখ জমে
এই রুক্ষ শহরে তুমি কেন অকরুণা? কেন? কেন?

চোখ জ্বালা করে ওঠে
তোমাকে ডাকার আগে হাত কাঁপে
কলিং বেল-এ হাত রেখেও
তাই মনস্থির করতে পারি না
হাওয়ায় ধুলো ওড়ে
বহু যুগ, অজস্র সময় চলে যায়।

অসময়

এই অসময়ে তুই কেন ডাকাডাকি করিস অরুণ?
তুই তো জানিস এখন আমার পায়ে ব্যথা
চোখেও ভালো দেখতে পাই না।
আমার দেয়ালঘেরা উঠোনে
এখন মুরগীরা চাল খুঁটে খায়,
আমার ঘরের ছাদ ফুটো হয়ে গেলে
চিন্তায় সারারাত ঘুম হয় না ঠিকমতো।
ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠিয়ে
আমি থলি হাতে বাজারে ঘুরে আসি কিছুক্ষণ,
মাছের দাম শুনে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে।
অরুণ, তুই তো জানিস,
এখন আমার পায়ে ব্যথা
চোখেও ভালো দেখতে পাই না।
তবু তুই রোজ সকালে এসে কেন ডাকাডাকি করিস অরুণ?
কেন আমাকে সবুজ অরণ্যের লোভ দেখাস?
রূপোলী রোদ্দুরের?
কেন বলিস—চল্, নিরুদ্দেশে চলে যাই কয়েকদিন?
তুই তো জানিস অরুণ,
চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে ওঠার বয়স
পেরিয়ে গেছি অনেকদিন আগে,
যৌবনকালের কথা মনে হলে
হৃদয়ের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে
এখনও অজস্র বেদনা ঝরে পড়ে।

জ্যোতির্ময় দাশ

আমার কবিতা প্রথম বর্ষণের মতই কাঙ্ক্ষিত একটি প্রতীক্ষা, জ্যোৎস্নার নির্মল-দ্যুতির মতই শুভ্র কোন ব্যঞ্জনা, প্রথম প্রেমের ভীরুতা ও আকুলতা আশ্রয়ী কোন সুতীব্র আর্তি ; একটি বর্ণনাতীত বেদনা থেকে আনন্দলোকে উত্তরণের সফল প্রার্থনা।

আমার বন্ধু এখন চারজন

এখনো দুএকটি প্রশ্ন অনুত্তরিত থেকে গেছে
কোনো নির্বাচিত ভাষায় লেখা হলনা আজো
ঝর্নার সেই অর্ধস্ফুট প্রবাহিত ক্রন্দন এবং
এক সীমাহীন স্তব্ধ শীতলতা
কি বিশ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে প্রতিদিন !

একটি শব্দের তরঙ্গ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হৃদয় রক্তাক্ত হলে
কবিতার মুক্তমালা শ্বেত শুভ্র গাঁথা হবে
এ প্রতিশ্রুতি ছিল না
কেবল দু'একটি দুঃখ ভোলা যায়না বলেই
আমরা কেউ কেউ আততায়ী
গোলাপ বাগানে দিব্যি ছুরি হাতে ঘুরে বেড়াই
ইচ্ছে মত রক্তের দাগ মুছে নিই ঘাসের ডানায়।

এবং দু'একটা পলাতক নিস্তব্ধ প্রহর পেতে হলে
হাসপাতালের কাছাকাছি যাওয়া ভালো
মৃত্যুরাও সেখানে খুব শান্ত পায়ে হেঁটে যায়
তস্করের মতই ক্ষমাহীনভাবে নীরব শ্রমিক

একটি স্ফুরিত পাহাড়ের বেদনা
একটি কবিতার সলজ্জ স্নিগ্ধতা
একটি মৃত্যুর শান্ত প্রহর
কত সহজে মুদ্রাস্ফীতির সাথে হাত মিলিয়ে
এখন বেড়াতে যায় রোজ সকালে।

দূরে চলে যাই

খুব কাছ থেকে দেখলে এখন দৃশ্যত
সব কিছুই ক্রমশ ছোট হয়ে যায়
একটু নিকটে এসে বসলেই লাবণ্যের কপাট খুলে
দু'একটা লুকোনো মসৃণ স্তন বেরিয়ে আসে
যামিনী রায়ের ছবির মত আলাদা ঢংয়ে,
খুব নিখুঁতভাবে কেউ দাঁড়িয়ে থাকেনা কোথাও
পিসার হেলান টাওয়ার শুয়ে পড়ছে দেখুন কেমন
খুব ধীরে ধীরে।

আসলে কাউকে বামন দেখার ইচ্ছে হলে
আগের মত এখন আমাকে শহীদ মিনারে
ওঠার কষ্ট স্বীকার করতে হয়না আর
আমার চারপাশের চার দেওয়ালে
কে যে কখন কেউ জানে না
আপনা থেকেই দূরবীনটা পাল্টে গেছে।

এখন দূরে গেলেই কাছে দেখি
কাছের জিনিষ দূরে।

প্রেম ও পুণ্যের মাঝে কিছুক্ষণ

বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছিল অঝোরধারায়
আমি আশ্রয়ের জন্য প্রথম দরজার কড়া নাড়তেই
ভীরু অথচ আদ্র'কণ্ঠের গুঞ্জন শোনা গেল
"আমার নাম ভালবাসা,
তুমি বেহিসেবী প্রেমিক, এই অসময়ে এখন
কোথায় বসাই বলতো তোমায়?"
দরজা তেমনই বন্ধ রইল······

বাইরে তখনো বৃষ্টির কোন বিরাম নেই
দ্বিতীয় দরজায় আঘাত করতেই খুলে গেল এবং
ভেতরে প্রদীপের নরম আলোয়
মঙ্গলঘটের বিল্বপত্র বড় উজ্জ্বল
পবিত্র ধূপের গন্ধ ও আরতির ঘণ্টায়
প্রতিধ্বনি উঠতে থাকে : "আমি পুণ্য…পুণ্য…পুণ্য"।
আমি দাঁড়িয়ে থাকি খোলা দরজায়……

বাইরে বৃষ্টি এবং অন্ধকার ঘন রাত
আমি ক্লান্ত-পায়ে তৃতীয় দরজায় কড়া নাড়তেই
দেখি দরজা অবারিত,
একধারে মখমলের শয্যা ও কিছু লুব্ধ পানীয়
পর্দা সরিয়ে খুব কাছে এগিয়ে এল
এক সপ্রতিভ নারী
নির্ভয় ও উষ্ণতার খোঁজে আমি তার নগ্ন বুকে মাথা রাখলাম
নিবিড় আলিঙ্গনে আমাকে আশ্রয় দিল যে-নারী
তার নাম পাপ—প্রেম ও পুণ্যের কাছাকাছি
দ্বিধার আড়ালে তার আস্তানা।

একটি গোলাপের স্বপক্ষে

ফুলমাত্রই যেহেতু শান্ত ও আর্দ্র
কিছু ঘোষণার প্রতীক
তোমাদের কারো কারো হাতে
একটি রক্তগোলাপ থাকলে ভাল হোত।

কিছু নিরুচ্চার স্বপ্ন ও প্রার্থনা সর্বদাই
কয়েকটি নিষ্পাপ পুষ্প কোরকের সাথে
অর্ঘ্য দেওয়া যায় যে কোন দেবতার পায়।

তোমাদের কারো কারো হাতে একটি গোলাপ
পবিত্র বরাভয় মুদ্রায় ফুটে উঠলে
উচ্চারণ করা সহজ হোত প্রেমের মন্ত্রগুলি
এবং একটি উদ্যানের প্রতিশ্রুতি ফুলের পেছনে আছে বলেই
মালঞ্চের মালাকারের দাবী জানানো যায় অকপটে।

ফুলের অন্য নাম—প্রেম, প্রার্থনা ও নির্ভয়।

প্রণয় সম্পর্কিত ঘোষণা

দূরের সকাল

সমস্ত বাল্যকালটা ধূসর ইতিহাসের মত
অস্পষ্ট প্রচ্ছদে মোড়া যেন কুয়াশার সকাল
সেই প্রজাপতির বর্ণালী-ডানায় দুরন্ত দুপুর
বাবুইয়ের বাসায় দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার বিকেল
এখন দূরপাল্লার ট্রেন
তার শেষ কামরার লাল আলোটা
ক্রমশই আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে
বিষণ্ণ বিন্দুর মত!

সমস্ত বঞ্চনা বেদনা ক্ষয়ক্ষতির নৈঋ´ত কোণে
কেবল তুমি শুভ্র সন্ধ্যাতারা স্মৃতির আকাশে
এই লজ্জিত অকিঞ্চিৎকর বেঁচে থাকায়
দীপ্ত আলোকবর্তিকা।

শব্দের আড়ালে

সমস্ত চিত্ত মথিত করে কয়েকটি শব্দের বিন্দু
অনবরত জমতে জমতে হৃদয় পুষ্করিণী আজ
বিস্তৃত বিবেক মন অথবা প্রকীর্ণ চেতনা
রাজ-হংসের মত মানিনী গ্রীবায় ডুব দিলে
আসক্ত চঞ্চুতে তার নিরন্তর খেলা করে
সেই পরিচিত প্রিয় ধ্বনিগুলি।

কিছু ধ্বনিতরঙ্গের প্রিয় মাধ্যাকর্ষণে
ঐকান্তিক ভীরুতা ও নম্রতায় কৈশোর যৌবন
নদীর মতই প্রবাহিত হয়েছে একদা
আত্মসমর্পণের নিবিড় ব্যাকুলতায়
সহযোগী প্রতিধ্বনি সব এখন বিস্মৃত গানের মত
কখনো চকিতে ভেসে উঠে হাতের নাগালে
ফিরে যায় কাছে থেকে দূরের দিগন্তে।

আশ্চর্য ! কোন তীব্রতা, কোন আকর্ষণ, কোন মমতায়
হৃদয় অশ্রুর মালা গাঁথেনা আজ আর
শুধু অস্পষ্ট শব্দের আড়ালে তোমার শালিনী চেহারা
প্রতিবিম্ব রেখে যায় অসীম বিষণ্ণতার !

পারিধী

আবহ

অলক্ষ্যে কে তুমি ব্যাধ দাঁড়িয়ে কালের তীরে
ভালবাসা পদ্মফুল ছিন্ন করো অব্যর্থ কৌশলে ?

অস্তবা

এক একদিন বুকের ভেতরে বৃষ্টি ঝরে সারারাত
নিবিড় কুয়াশা ঢাকা স্মৃতির চূড়ায়
ব্যথা ও বেদনার গিরিখাত নিয়ে
জেগে থাকে বিষণ্ণ মন বিপন্ন হৃদয়ে ;
খুব অস্পষ্ট কারা যেন প্রতিশ্রুতির রুমাল
হাওয়ায় উড়িয়ে ছিল চৈত্র মাসে
বুকের উষ্ণতাও প্রত্যাহৃত হয়েছিল কোন দিন অকারণে
নিরুচ্চার শীতল গ্রীবার বঙ্কিম রেখাতে
কিংবা স্বপ্নের নদীপথে প্রত্যাশার শাম্পানগুলো
ফিরে আসে গাঢ় শূন্যতায় রোজ সকালে।

বিস্তার

বুকের মধ্যে মনের আকাশে এই সব মেঘ
কখনো কোন মেদুর বিকেলে জমতে জমতে
বার্ধক্যের বৃষ্টিতে ভেঙ্গে পড়ে যখন
প্রত্যূষের পৃথিবীকে মনে হয় প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র
সময় ও বাল্যকাল যেখানে আর কখনো খেলা করবে না

হরিণশিশুর দুরন্ত আবেগে
দূর দিক্‌চক্রবালে উড়বে ক্রুদ্ধ শকুন।

বিকল্প ভূমিকায়

উটের মত উঁচু গলায় ঘ্রাণ নিলে জানা যেত
মহাকাল এখন প্রবীণ বৃদ্ধের মত
বিশ্রাম নিচ্ছেন পার্কের বেঞ্চিতে বসে
তিনি খুবই বিব্রত, কারণ
তাঁর ছুটি মঞ্জুর হয়না কখনো।

চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশের মতো
দৃশ্যত প্রতিটি চলমান বস্তুর গতিবিধি
তাঁকে লক্ষ্য করতে হয়
তিনি খুবই ক্লান্ত, কারণ
বিভ্রান্ত ও বেআইনি পথিকদের কোন নির্দেশ দেবার
অধিকার নেই তার !

এই নিস্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকায় কাজ করতে করতে
তিনি খুবই বিব্রত বিকল্পে বিরক্ত,
তিনি একা এবং অদ্বিতীয় বলে
মিছিলের ভূমিকায় কোন প্রতিবাদ জানাতে পারেন না।

প্রতিদিন এখন দ্রুত বদলে যায় ঘটনার চেহারা
অবিশ্বাস্যভাবে সমস্তই অভূতপূর্ব চমৎকার
ঠিক কাদের তিনি সঞ্চয় করবেন কালের ঝুলিতে ?
সব-কিছুই তুলে রাখতে রাখতে তিনি ক্লান্ত
হাতবদলের ফুরসত নেই কোন
সকলেই খুব দ্রুত অভিনয় করে যাচ্ছে
প্রায়ই নিজস্ব সীমানা লঙ্ঘন করে।

অবশেষে তিনি সব কিছুই ফেলে দিলেন
ভারমুক্ত হলেন আদিগঙ্গার জলে
খুবই মূল্যহীন লেগেছিল তাঁর সমস্ত সঞ্চয় !
এখন তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন পার্কের বেঞ্চিতে বসে,
প্রগলভ বৃদ্ধদের আলাপ-আলোচনায়
খবর নিয়ে রাখছেন সম্ভাব্য ঋতু বদলের।

একটি দুর্লভ মাধবীলতা

ভালবাসা থাকে বলেই বুকের অন্য নাম হৃদ্‌পদ্ম
আর যে কোন প্রিয় সম্ভাষণে ফুল বরেণ্য বলেই
আমরা ঈশ্বরের আসন পেতেছি বুকের মন্দিরে,
ভালবাসা তাহলে কী কোন রমণীয় ফুল ?
হয়তো বা, কেননা
যে কোন নিরালা অবকাশে
গোলাপ ও রজনীগন্ধার মত প্রেম পুষ্পিত হয়
বেড়ে ওঠে একটি হৃদয়কে অবলম্বন করে লতার স্বভাবে
তখন আর্দ্র বিনত এক গোধূলি বাতাবরণে
একটি ফুলের আমেজে স্থির সমাহিত
সমস্ত মুগ্ধ মনে দৃশ্যতই কিছু গুলমোহরের
প্রয়োজন হয় বিকল্প কাম্য হিসেবে।

প্রিয় পরিকল্পিত যে কোন সম্ভাবনায়
যে কোন উৎসবে
সজ্জিত তোরণ কিংবা শূন্য আধারে
প্রয়োজন থাকে কয়েকটি নীল পদ্মের।

ভালবাসা তাহলে কী কোন রমণীয় ফুল,
দুর্লভ মাধবীলতা ?

উত্তরসূরীর জন্য কিছু ভাবনা

ঈশ্বর আপনি সর্বজ্ঞ এবং পক্ষপাতহীন
তাই বলতে ভরসা রাখি
আমি কলঙ্কশূন্য নিরাপরাধ
না হয় আর একবার পেশ করতে বলুন আমার ফাইল
কয়েকটি কবিতার জন্য (তাও মোট তিন ফর্মা হবে না)
কিছু শব্দ নিয়ে ভাঙ্গা-চোরা খেলা ছাড়া
আমার দ্বিতীয় কোন পাপ নেই।

যুধিষ্ঠিরের মত বিকল্প আচরণে
আমিও এড়াতে পারতাম এই মালিন্য
বাসের পাদানীতে ঝোলা আজন্মলজ্জিত জীবনে
অশ্বত্থামা হাতীও কিছু দুর্লভ ছিল না
কিন্তু জন্মদোষ খণ্ডাবো সে-পৌরুষ কোথায় বলুন ?
এও ব্রাহ্মস্পর্শ ধরতে পারেন
এই নাব্য গাঙ্গেয় পলিমাটিময় বাঙালী শরীরে
বসন্তের সর্বনাশা কুণ্ঠিত যৌবন
ফেটে পড়ে কি দারুণ রুদ্ধ আবেগে
আপনি অন্তর্যামী সবই তো জানেন !
তারো পরে জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, লেকের বিকেল
দু'একটি কাজল কালো চোখে হরিণের সরলতা
প্রভৃতি প্রলোভন প্রভু কত ব্যাপক বিস্তৃত।

তবু আমি সামলে গেছি দারুণ সময়ে
আমার সি-আর ফাইলে সংশ্লিষ্ট মিনিস্টার
দেখুন কেমন অকুণ্ঠ উদার
মোরগের মুখ গীর্জার মাথায় যখন যেদিকে
আমি সেভাবেই মিছিল ও বন্ধের সঙ্গে
মেপে মেপে পা ফেলে কেমন দিব্যি নির্ভয়ে
স্ত্রীর আতুর বুকে হাত রেখে ঘুমিয়েছি
স্বর্গবাস সুনিশ্চিত জেনে।

ঈশ্বর কোনো দ্বিধা কোনো গ্লানি নেই আজ
তবু নির্বিঘ্ন বৈকুণ্ঠে উর্বশীরও সঙ্গসুখে স্পৃহা নেই কোন
আসন্নপ্রসবা স্ত্রী—পুত্র হলে মুক্তি নেই
জন্মসূত্রে সেও চরিত্রহীন হবে একবার
কবিতার সুনিশ্চিত প্রলোভনে!
আপনি সর্বশক্তিমান
অভিমন্যু-জায়া উত্তরার মত প্রভু, তাকে মৃতবৎসা বর দিন।

সাম্রাজ্যের স্বপ্ন সম্ভাবনা

এক রাতের জন্য আমি সম্রাট হয়েছিলাম কাল
পরিষ্কার দেখতে পেলাম ঝাড়লণ্ঠনের আলোয়
দারুণ সাজানো সিংহাসন ও সভাসদ নিয়ে
বসে আছি দিব্যি আতরের গোলাপ ফুল হাতে।

চাটুকারেরা রসিকতায় প্রগলভ ছিল নিয়মমাফিক
নর্তকীরাও মনোরঞ্জনের জন্যে নৃত্য এবং দেহ
বেশ আকর্ষণীয়ভাবে পেশ করছিল সুরা ও সঙ্গীতের সাথে:
আমার দাক্ষিণ্য ও করুণার আশায়
কিছু ঘাতক ও জনসাধারণ দাঁড়িয়েছিল একপাশে
একজন সার্থক সম্রাটের এই উপযুক্ত পরিবেশে
নিজেকে বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছিল আমার।

কিন্তু বেলা বাড়তেই, নৃপতির শিরস্ত্রাণ ভারী হয়ে উঠল ক্রমশ
কিংখাবের পোষাক গায়ে অসম্ভব আঁট-সাঁট
মৃদু ভূকম্পনও হল যেন একবার সিংহাসনের নীচে ;
কেন এমন হয়, একথা ভাববার আগেই
যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ জানিয়ে গেল ভগ্নদূত ;
আমি মন্ত্রণা-কক্ষে ফেরার পথ খুঁজে পেলাম না কোথাও
ভয় পেয়ে তখন ছুটে পালাতে চাইলাম
কিন্তু প্রজারা ঘিরে ধরল চারপাশ থেকে আমাকে।

গা থেকে তারা এক এক করে আমার
রাজকীয় সব কিছুই খুলে নিল দ্রুত হাতে
আমি উলঙ্গ ও নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম
তবু কেউ ভ্রূক্ষেপ করলো না তার
আমাকে পদদলিত করে ক্রুদ্ধ মিছিল
এগিয়ে গেল নগরের সিংদরোজার দিকে।

তীক্ষ্ণ কাঁটার ঋজু মুখ

যদিও মঙ্গলবাদ্য ও আলোক স্মরণে শুরু হয়
জীবনের প্রতিটি রমণীয় পদক্ষেপ
সমস্ত গোলাপ ও পদ্মের অম্লান কোরকে
সুশোভিত করা থাকে সময়ের ফুলদানী
তবুও তীব্র এক অতৃপ্তি জ্বলতে থাকে ধূমকেতুর মত
আমাদের স্বপ্ন প্রার্থনা সব একাকার করে।
উচ্চাশার সেই বীজটি
রোপণ না করলে জীবন কী সুখের হতো ?

আকাঙ্ক্ষার বিষবৃক্ষে নিজের হাতে নিয়ত
সেচন করি ঈর্ষা ও প্রলোভনের জল
শিকড় ক্রমশ নেমে যায় স্নায়ুর গভীরে
রক্তের আবর্তে খেলা করে উন্মত্ত নেশারা

ছুটে বেড়ায় ঈশান বায়ু গুপ্তধনের খোঁজে,
অস্বাভাবিক কল্পনায় ঝরতে থাকে মুখের ফেনা।

একটি তীক্ষ্ণ কাঁটার ঋজু মুখ
জেগে থাকে বুকের মধ্যে,
আমরা ব্যর্থ ও বঞ্চিতের দলে পড়তে চাই না কেউই।

কলকাতা : বার্দ্ধক্যের বারনারী

তাহলে বনের মধ্যে একা হেঁটে যাওয়া ভালো।
নগরীর এই ক্রূরতা ও দ্বিতীয় হৃদয়
কাদের বেদনার্ত ও ব্যথিত করেছে
শহর নগর ছেড়ে কারা গেল অরণ্যের
সমাহিত রহস্য ও শান্তির স্তব্ধ আশ্রয়ে
নীরবে সাক্ষী থাকে তার লতাগুল্মময় দীর্ঘ-অরণ্যানী।
এই যান্ত্রিক মালিন্যের সন্ধ্যাকাশে স্থির কুয়াশায়
ফুসফুস আক্রান্ত হয় নিয়ত দূষিত বায়ুতে
রাজপথে সঙ্গীহীন বৃক্ষগুলি ম্রিয়মাণ সন্ত্রস্ত প্রহরী,
অল্পতেই রক্তহীন বিবর্ণতায় ভুগে
গুলমোহরেরা দ্রুত চরিত্র হারায়।
আসলে শহরও বৃদ্ধা হয়, স্থবিরতা আসে
যৌবনের স্পর্ধিত সৌরভের দিন ক্ষণস্থায়ী
বসতি ও বেসাতির উপচে-পড়া মেদে
পোষ্টার ও স্লোগানের তীব্র প্রসাধনে
এই কল্লোলিনী মনোরমা বার্দ্ধক্যের বারনারী
ফুটপথে স্বপ্নরাজ্য, ষ্টেশন ও মন্দিরে
দাঁড়িয়ে থাকলেই ভীড় বাড়ে ; কোলাহল তীব্র হয়।
তাহলে বনের মধ্যে একা হেঁটে যাওয়া ভালো
কয়েকটি অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধে
শান্ত বাতাস সেখানে অপেক্ষায় থাকে।

দুটি গোপনীয় নক্‌শা

কাঞ্চনজঙঘা

সত্য ও সুন্দরের কিছু উঁচু-উঁচু উপত্যকায়
জীবন বল্গাশাসন অশ্বখুরের পায়ে পায়ে
এখানে সন্তর্পণে ঘুরে বেড়ায়
কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার
হাতে গতির লাগাম
তবু কোথাও তীব্রতর কোনো বেগ থাকে না।

সামনে উজ্জ্বল চূড়ায় কিছু তুষার ও শুভ্রশালীনতা
অনবরত আইসক্যাপ মাথায়
শহুরে-উত্তেজনার জ্বর
ন্যূনতম তীরবিন্দুর সুস্থ সভ্যতাকে ফিরিয়ে দেয়।

ধর্ষিতা উর্বশী

থি-নান টোব্যাকোর ঐশ্বর্যে পাইপ সাজিয়ে
কলকাতা বসে আছে কাচের চেম্বারে
কপালে ও জামার আস্তিনে একজিকিউটিভ গাম্ভীর্যের রেখা
এবং তার চোয়ালে সংলাপ জুড়ে দিলে শোনা যাবে :
"এখন যে ঘরে বসে আছি
ব্যাস, কেউ প্রবেশ করতে পারবে না
তার সীমানার চৌকাঠ ডিঙিয়ে
এমনকি ভালবাসাকেও গণ্ডির ওপারে
অপেক্ষা করতে হবে স্লিপ হাতে—
প্রীতি ও পুণ্যের দরখাস্ত না মঞ্জুর করে দেবো।"

ওধারে একশবছরের পুরোনো ল্যাম্পপোস্টে
পানের দাগ মুছে বিড়ি ধরায় চল্লিশ লক্ষ মজুর
এবং দুজন মজুতদার নিশ্চিন্ত আরামে।

দাঁড়িয়ে থাকুন নাটক শুরু হবে

সূত্রধার এসে বিনীতকণ্ঠে কিছু ঘোষণার পর
পর্দা কেঁপে ওঠে দুবার, এখনই নাটক শুরু হবার কথা
কিন্তু সতর্কতার শেষ ঘন্টা বাজবার বেশ কিছুক্ষণ পরেও
স্থবির বৃদ্ধের মত অবনত যবনিকা স্থির অচঞ্চল ছিল।
শেষে এক সময় প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে যেতেই
কারা অশ্লীল হাততালি দিল, পাদপ্রদীপের সামনে
ভয় পেয়ে এক কপোত-দম্পতি মাথার ওপর কয়েকবার
উড়ে যেতেই সব কিছু বেশ রহস্যময় মনে হতে থাকে।

হুইসেলের তীব্র শব্দে এই সময় শোনা গেল, "আজকের নাটক
'আমি ও আমরা সকলে' এখনই সুরু হতে পারে
শুধু অনুরোধ সকলে উঠে দাঁড়ান সমবেতভাবে।"
মঞ্চের পর্দা সরে যায় দুপাশে আমরা উঠে দাঁডাতেই
খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে দেখা যায় কুশীলবেরা
মুখস্থ বলে যাচ্ছে যে-যার পাঠ, কোথাও সংলগ্নতা নেই কোন
নায়ক নায়িকা যারা অভিনয়ে নির্ধারিত ছিল
অনেকেই তারা অনুপস্থিত আজ, প্রম্পটার ও নাট্যকারকে
উইংসের একপাশে যথেষ্ট উত্তেজিত মনে হলেও
পরিচালককে পাওয়া গেল না খুঁজে কোথাও।

পরিচালকহীন কোন নাটকের নির্বাক দর্শক আমরা
এ কথাটা ভাবতেই কেন জানিনা ঘামতে থাকি অকারণে
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দৃশ্যত তখন আমরা বেশ ক্লান্ত
বসা উচিত কিনা এই ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ দেখি
কোনো অদৃশ্যশক্তির চাপে বদলে গেলাম দর্শক থেকে নেপথ্য চরিত্রে ;
প্রথমেই দেখি মঞ্চের একপাশে আমার পাড়ার রাস্তা
আমাদের বিবর্ণ বাড়ীর দেওয়াল, বারান্দায় আমার ভাই
দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুগ্ধ বিস্ময়ে
প্রদোষের আলোয় আকাশ সেসময় বেশ বিষণ্ণ মনে হল।

কিন্তু তখনই সচকিত হয়ে দেখি সব-কিছু গলে পড়ছে মোমের মত
আমার ভায়ের মৃতদেহ অসম্ভব দীর্ঘ হয়ে ঢেকে দিচ্ছে দূর-দিগন্ত।
আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বসতে যেতেই মঞ্চের পর্দা
নেমে আসে, জ্বলে ওঠে প্রেক্ষাগৃহের আলো, এবং
সেই পুরোনো সূত্রধার বিনীতভাবে জানিয়ে যায়,
"আমাদের আজকের নাটক এখানেই শেষ হল
যদিও আগামী-অনির্দিষ্টকাল তা চলতে পারে ?"

স্বতোৎসারিত প্রার্থনা

কিছু দুঃখ ব্যথা অথবা আক্ষেপ নিয়ে
জীবনের লাঞ্ছিত প্রহরগুলো
খুব দীর্ঘস্থায়ী মনে হয়
পৃথিবীর শেষ দিগন্তের মাটির তলায়
লুকোনো শান্তির খোঁজে
মন দিশাহারা বিভ্রান্ত কিছুটা ;
খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে প্রিয় আত্মীয় বন্ধুরা
অবিশ্বাসী মুখোশের আড়ালে
দ্রুত পাল্টে ফেলতে চায় মুখের আদল।

এই অশান্ত শতাব্দীর উন্মত্ত হাওয়ায়
বিশ্বাসের প্রাচীন সৌধগুলি
ভেঙ্গে পড়তে থাকে চারপাশে আমার
শুধু আজো সুখের স্মৃতির মত
খুব অস্পষ্ট মন্থর ধ্বনিতে
তোমার পবিত্র ঘন্টার সুর ভেসে যায় সন্ধ্যার বাতাসে
হে ঈশ্বর, তখন এক অকল্পনীয় সত্তার কাছে
বসে থাকতে ভাল লাগে
নত মস্তকে প্রশান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়
অকৃত্রিম অকৃপণ স্বতোৎসার কবিতায়।

আকাল

তীব্র তৃষ্ণায় ফাটে আদিগন্ত মাঠ
কুটিল রেখায়
প্রতিবিম্ব তার ফুটে ওঠে কৃষকের বুভুক্ষু কপোলে
যে হাত বলিষ্ঠ ধানের শীষে একদিন সাফল্যে গান বুনে দিত
সে হাতেই এখন সে পাথর ভাঙে প্রতিদিন নিদাঘ দুপুরে
সম্ভবত এককোঁটা জলের সবুজ আশায় !
ঈশ্বর, সন্তানেরা তোমার স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয়
শুয়ে থাকে ফুটপাথের ঐশ্বর্যে.
নিরুচ্চার স্বপ্ন বুকে দাঁড়িয়ে ধুঁকতে থাকে
অজগরের দীর্ঘ সারি নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দোকানে
মৃত্যু থেকে মাত্র একবিঘৎ দূরে !

একটি লাল তারিখ

মহাকালের বর্ণালী প্রবাহে
দু'একটি স্মৃতির সকাল ইতিহাসে লেখা হয়
অনেক অব্যক্ত বেদনার তিক্ত মুখের রেখা মুছে কখনো কোন নতুন দিন
পূবদিগন্তে রক্তিম আশার আলো ছড়িয়ে
একটা বিশ্বাসের স্থির ধ্রুবতারা পথ দেখায়
একটি লাল তারিখ, ২৬শে জানুয়ারী।
জনতার তমসুকে কেনা হয়ে যায় রাজন্যের
বিলাসমদির প্রগলভ কিছু ঋতু ও ব্যভিচার
প্রাসাদের কার্নিস বেয়ে নেমে আসে মেহনতী মানুষের মিছিল
সিংদরোজায় ঘণ্টা পড়লেই যাদের আর কোনদিন
সেলাম ঠুকতে হবে না কুণ্ঠিত অপরাধে।
একটি মুখ থেকে সংখ্যাহীন মিছিলে
একটি কণ্ঠ থেকে সহস্রের ঐক্যতানে
পৌঁছে দেয় একটি লাল তারিখ
জনতার আদালতে, সকলকে।

অজিত বাইরী

আমি সেই কবি যে সামুদ্রিক জীবদের মত গর্ত খুঁড়ে পৃথিবীর ভেতর ঢুকে যেতে চায়; সমস্ত কিছুই নিজে ছুঁয়ে পরে বেঁচে খেয়ে দেখে যাচাই করে নিতে চায়। প্রার্থনার বেদীর ওপর আমার স্থান। আমার কণ্ঠরোধ করা কখনো যাবে না।

ঈশ্বর অথবা শয়তান

শয়তানের সামিল হও অথবা ঈশ্বরের সমকক্ষ—যে কোন একজন ;
মধ্যপন্থী জীবন বুকের চৌকিতে বসে হিসাব কষে সুদ ও আসল,
ভাগচাষীর মতন কর্ষিত সময়ের ফসল
জমা রেখে যাও কোন মহাজনের গোলায় ?
আট হাতি লম্বা কাপড় আলনায় ঝুলতে দেখে
কখনো কি ইচ্ছে করে পাকিয়ে নিতে ফাঁসির রজ্জু ?
কিংবা কুঠার হাতে জ্বালানী কাঠের সন্ধানে ফের যখন বনবাদাড়ে
শুকনো গাছের ডালে আঘাত হানতে, চকিতে
ঝলসে ওঠে আকণ্ঠ আদিম তৃষ্ণা ?
অথবা জ্যোৎস্নার কাদায় হাঁটু ভেঙে করতলে তুলে নাও কলঙ্কিত মুখ,
স্বেচ্ছাচারিণী ভ্রষ্টা চাঁদকে পেতে দাও বুকের চাতাল ?
প্রত্যহ এই অবক্ষয়, এই প্রতারণা—
অস্তিত্বের অথর্ব দেওয়াল ধসিয়ে ঢুকে পড়ে ডাকাত-অন্ধকার—
চতুর সিঁধকাঠি সন্তর্পণে লুঠ করে হৃদয়-দেরাজের একগোছা উজ্জ্বল চাবি ;
বয়সকে পাহারা দিতে আবার্ধক্য, কেন জ্বালিয়ে রাখো
শুকনো সলতে
হলুদ লণ্ঠন ?
বরং লোমকূপে লোমকূপে শিস দিয়ে উঠুক সজারু-কন্টক-লোম
কিংবা মসৃণ পালক স্বর্গীয় পাখির স্বাধীন দুই পক্ষ ;
শয়তানের সামিল হও অথবা ঈশ্বরের সমকক্ষ—
একক ভূমিকায় যে কোন একজন।

ঈশ্বর নয়; নিজেকেই

ঈশ্বরের পায়ে প্রণাম নামিয়ে রাখতে গিয়ে, দর্পিত অহঙ্কারে আমি
নিজেরই পায়ে নামিয়ে রেখেছি প্রণাম।
দিগন্তের দিকে প্রসারিত দু'টি বাহু—
সত্তার এই বর্ধিত অংশে স্থাপন করেছি সমূহ শপথ, বিশ্বাস ;
সৃষ্টি ও ধ্বংসের নিয়ন্ত্রক—
এই দু'টি বাহুকেই অর্পণ করেছি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ।
আমি আমার পায়ের নিচে
ছড়িয়ে দিয়েছি পূজার ফুল, ওই দৃঢ় কঠিন প্রত্যয়ী
পা দু'টিকেই জানিয়েছি নমস্কার ;
সমূহ বিপদে আমার গতিকে যে রেখেছে স্বাধীন, সক্ষম, বেগবান।
আর আমার মুখ এমন দীপ্ত,
নক্ষত্রের উৎসবে জ্বলে ওষ্ঠ :
আমি অপার ভালবাসায় সেখানেই বারবার রেখেছি আমার প্রগাঢ় চুম্বন

সম্পূর্ণ মানুষ

আমি প্রণাম জানাই আদিম পৃথিবীর হিংস্রতাকে—সূর্যের রোষ
যা আমাকে দগ্ধ করে এবং দ্যায় অসীম শক্তি ;
আমি অভিনন্দন জানাই পবনের তীব্র আক্রমণ—
যা আমাকে সংঘাতে শিক্ষা দ্যায় অপার ধৈর্য,
প্রতিকূল ঝড়-ঝঞ্ঝায় দ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীতার দীক্ষা :
আমি প্রমত্ত বরুণের পায়ে রাখি বিনীত নমস্কার—
প্রবল জলোচ্ছ্বাসে যখন ভাসিয়ে দ্যায় সমূহ প্রতিরোধ,
সংকল্পে কঠিন, শপথ মন্ত্রে দ্বিগুণ সমর্থ
দু'হাতে আমি তুলে ধরি যুদ্ধের অমোঘনির্ভর অস্ত্র ;
আমি প্রণাম জানাই আদিম পৃথিবীর হিংস্রতাকে,
যা আমাকে করে তোলে পরিপূর্ণ সৈনিক ;—
একজন সম্পূর্ণ মানুষ।

শিক্ষার্থী

ঐ বৃক্ষ জানে আকাশ ও মাটির মহিমা :
আমি তো আকাশ মাটির মাঝামাঝি
ত্রিশঙ্কু ভেসে আছি, না আকাশ, না মাটি
আমাকে কেউই সম্যক্ স্পর্শ করে নেই।
আমি প্রার্থনায় নতজানু, জানিয়েছি হে হৃদয়
আমাকে নিয়ে চলো ঐ বৃক্ষ সমীপে
আমি সশ্রদ্ধায় প্রণতঃ, একাত্ম শিক্ষার্থী হবো—
শিখে নেবো ফুল ফোটানোর সমূহ প্রেম ;
শিকড়ে শিকড়ে সংগ্রাম, কঠিন প্রত্যয়ে দৃঢ়
আকাশে দু'হাত তুলে, মাটিতে দু'পায়ে দাঁড়াবো।

রে কাঠুরিয়া

রে কাঠুরিয়া, ছেঁটে ফ্যাল আমার এই সমস্ত ডালপালা
আমার আমিত্বকে ছাড়িয়ে বেড়ে উঠবো বলে আমি
চাদ্দিকে যত্নে বিছিয়েছি ঘনিষ্ঠ ছায়া ; আর আজ ঐ
ছায়ার কবলে আবদ্ধ আমি :
দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে আমার সত্তাকে ক্রমাগত করেছি আড়াল :
মঞ্জরীর মুখে নষ্ট কীট বসে শুষে নিচ্ছে সমূহ নির্যাস :
আর আমি শিকড়ে শিকড়ে যন্ত্রণায়,
সময়ের সীমানা ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে বন্দী শিকড়ের
মায়ায় ; আয় তবে রে কাঠুরিয়া,
কুঠারে ছেদন ক'র যত ডালপালা, ফুল পাতা ; সরিয়ে নে
আমার সর্বত্র ছড়ানো এই ছায়া।

দক্ষ কারিগরের অভাবে, হে প্রভু

দক্ষ কারিগরের অভাবে, হে প্রভু আমার, নষ্ট হয়ে যাই—
স্বপ্ন আমার ভেঙেচুরে, ভেঙেচুরে বুকের নিচে শক্ত ক্ষত ;

হায় প্রেম, হায় ভালবাসা, মৃগনাভি সুগন্ধি কস্তুরী আমার
আগুনে ঝলসানো একখণ্ড মাংসপিণ্ড ; আর
এই একবুক অদম্য ইচ্ছা, বিফল ইচ্ছা, খরস্রোতা
নদীর জলে ভেসে ওঠা বিটপীর বিবর্ণ শেকড।

দক্ষ কারিগরের অভাবে, ভুল পথে, হে প্রভু আমার
ভ্রষ্টা রমণীর আটচালায় বসে রাত্রি কাটাই,
আর তার মুখের মেছেতা, গজদাঁতের হাসি, উরুর চিৎকার
আমি পঞ্চেন্দ্রিয়ে গ্রাস করি ; একবারও প্রতিমাসদৃশ
কোন রমণীর পা ছুঁয়ে বলে উঠতে পারলাম না :
মা, আমার এই বুকে বড় কষ্ট।

শ্রেষ্ঠ সম্মান

আমি পূজা করি ওই দু'টি শঙ্খশুভ্র স্তন,
আর ওই উজ্জ্বল স্বাস্থ্য জঙ্ঘা :
আমি নিবেদন করি আমার পুষ্পার্ঘ্য
ওই যোনিতে, যা পুষ্পেরই মতো নির্মল পবিত্র :
আমি শ্রদ্ধা জানাই সম্যক্ নৈসর্গিক দৃশ্যের শ্রেষ্ঠ দৃশ্য
ওই সঙ্গম মুদ্রা,—রতিক্রীড়া, কামকলা :
নগ্নতার একনিষ্ঠ উপাসক আমি
ঈশ্বরের সৃষ্টির শিল্পশালায় অর্জন করি ওই আত্মিক পবিত্রতা
যা দেবে প্রেমিক, বীর, সম্রাটের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

ঋণ

আমি আগুনের কাছে ঋণী : আমি
আগুনে সেঁকে নিই মাংস এবং রুটি ;
আগুন আমার কাছে ঋণী ; আমি
আগুনে সঁপে দিই রক্ত-মাংসের শরীর।

প্রথম আগুন তুই

প্রথম আগুন তুই, তোকে আমি ভালবেসেছি ;
তাই কি দ্বিতীয় আগুনে তুই পোড়ালি আমার ঘর !
আমার বাস্তুভিটায় চরালি সাতলক্ষ ঘুঘু ;
যেহেতু বুকের বন্দী খাঁচায় রেখেছি তোর মুখ ?
আর যেহেতু আমার ভালবাসায় রাখিনি ভাগীদার ;
তাই কি হানলি তুই অব্যর্থ অমোঘ আঘাত ?
নোনা ঘামে রক্তে স্বেদে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো আমার আত্মা ;
আর তোর ওষ্ঠে ঝলসে উঠলো ক্ষুরধার
তীক্ষ্ণ বিদ্যুত !

রজকের কাছে, চণ্ডালের কাছে

রজকের হাত এসে তুলে নিয়ে যায় আমার মলিন বস্ত্র ;
আমার মালিন্য—ঘর্মাক্ত দিনের ক্লেদ, ক্লান্তির ঘাম লবণ
ধুয়ে মুছে সাফ ক'রে মুক্ত করে আমাকে ; আমার বহিরাবরণ
পাটাতনে আছড়ে পরিষ্কার ক'রে দৈনন্দিন দারিদ্র্য-মুক্ত
আমাকে ক'রে তোলে পৃথিবীর উপযুক্ত, পরিচ্ছন্ন পোশাকে শুদ্ধ

অথচ ভেতরে ভেতরে ক্ষয়রোগে পচে ওঠে আত্মার মাংস ;
অতঃপর আমি, হে রজক, সর্বাঙ্গে জীবাণুর সংক্রামক ব্যাধি
বয়ে বয়ে আর কতো ঋণগ্রস্ত হবো ? এবার দাও অন্তিম বস্ত্র
চণ্ডালের কাছে ভিক্ষা চেয়ে নেবো জ্বলন্ত কাষ্ঠ একখণ্ড ;
অতঃপর তীব্র অনলে নগ্ন
দগ্ধ হয়ে দাহ করে যাবো জন্মলব্ধ প্রাকৃত পোশাক !

উটের পেটের নিচে ক্লান্ত বেদুইন

উটের পেটের নিচে কতটুকু ছায়া পড়ে বেদুইন ?
ফণিমনসার ঝোপেঝাড়ে ফেলে আসা কন্টকিত পথ

সেও ছিলো ভাল, ছাড়াতে ছাড়াতে দু'পায়ের কাঁটা
হেঁটে যাওয়া যেতো, মাথার উপর ঐ রক্ত-সূর্য
রাতের চটি ছেড়ে উঠে এলে 'পর জ্বলন্ত মধ্যাহ্নদিন,
আদিগন্ত ধূ-ধূ বালির সমুদ্র, চাদ্দিকে দুরন্ত হাতছানি-
তবু অদৃশ্য দেওয়ালে বন্দী, দিগন্তের সীমাহীন সীমা
উষ্ণ বালির চড়ায় বসিয়ে রাখে উপায়ান্তর সারাদিন :

সাতবিঘত জমির ওপারে কোন কুয়োওয়ালা নেই :
উটের পেটের নিচে কতটুকু ছায়া পড়ে বেদুইন ?
বস্তুতঃ অন্ধকারই শ্রেয়, অন্ধকারে যদি মেলে মরুদ্যান ;
প্রখর রৌদ্রালোক কি হবে, জীবন যেখানে যন্ত্রণায় স্থবির ?

চাইবাসায় দীর্ঘ বিষাদ

চমৎকার, চাইবাসার এই উদম মাঠে এবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়া যাক—
খোলা ব্লেডের মতো চিরে-চিরে ফাল ফাল করুক নগ্ন চাঁদ ;
ওইখানে বাঁকা হুক—
নুয়ে আছে গাছের ডাল, গলায় লটকে নেওয়া যাক রুপোলী রজ্জুর ফাঁস :
আঃ শান্তি, স্বয়ং সম্রাট আমার, অন্তিম উদ্ধার
এসে দেখে যাও একবার
নক্ষত্রের শোকমিছিলে শান্ত সুন্দর হয়ে শুয়ে আছে এই সত্তরদশকের
দীর্ঘ বিষাদ ।

কবিতাকে

কবিতাকে কল্পনা করেছি, নববধূ, পিলসুজ হাতে তুলসীমঞ্চে ঘোমটা টানা মুখ
কবিতাকে পাইনি ।
কবিতাকে কল্পনা করেছি, ভিলাইয়ের ইস্পাত কারখানার চুল্লী, আগুন, উল্কা ।
কবিতাকে পাইনি ।

কবিতাকে কল্পনা করেছি, মৃত্যু, শোক, শবাধারের উপর সাদা ফুল।
কবিতাকে পাইনি।

কবিতা, তবে কি তুমি কল্পনা নও,
স্বপ্ন নও, স্মৃতি ?—শুধুই বুকের ক্ষতে সর্বগ্রাসী অনির্বাণ অনল!

প্রথম প্রতিবাদ

আমি হূন-সূর্যের মুখে ছুঁড়ে দেবো একবাক্স দেশলাই।

প্রতারণা অথবা প্রতিশোধ

ছেলেটাকে দুধের সঙ্গে আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি,
আর আমার নিজের গ্লাসে ঢেলে নিয়েছি টলটলে মদ—তরল কেউটে
আর বৌটার হাতে তুলে দিয়ে আঁশ-বঁটি, বলেছি ঃ
যে-ভাবে পারো জুড়োও জ্বালা…
অতঃপর আকণ্ঠ মদ্যপানে বেহেড মাতাল—
আকাশে সুগোল চাঁদ দেখে চিৎকার করে চেঁচিয়ে উঠেছি ঃ
শা-লা-আ, শুয়োরের বাচ্চা।

লাল লাল ফুলের কুশন

লাল লাল ফুলের কুশনে শুয়ে আছো। যেন তোমার নাগাল পাবেনা বিদ্রোহ ;
কিন্তু একদিন জেনো, তোমার ওই দরোজায় এসে কড়া নাড়াবে প্রতিবেশী
হাওয়া। তোমার বিছানায় বালিশে বমি করে নোংরা করে দেবে কুসুমশয্যা—
কালো রাত্রি।
যে রাত্রি এখন রাস্তার ওই উলঙ্গ ছেলেটার চোখে থমকে আছে স্থির ;
যে রাত্রি এখন তারের জালে ঘেরা গাড়ীর ভিতর বন্দীর বুকের অস্থির কম্পন ;
যে রাত্রি এখন দু'চোখের বিষ—
যারা কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেবে বলেছিলো অথচ দ্যায়নি।

কালো রাত্রির গর্ভে জন্ম নিচ্ছে একটি বীজ—সুপ্ত মহীরুহ ;
ডালপালা বাড়িয়ে, শিকড় ছড়িয়ে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় ধরাবে ফাটল।
লাল লাল ফুলের কুশনে শুয়ে আছো ;
বিপ্লবের ডাকে তুমি না এলেও, তোমার কাছে আসবে বিদ্রোহ ;
পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তলব করবে তোমাকে, তোমার কৈফিয়ৎ।

শিকল আর সিন্দুক বানানোর শব্দ

ডিসেম্বরের হিম ফুটপাথে শুয়ে হাই তোলে নবীন ঈশ্বর—
রাত্রি ১ টার কোলকাতা কোন ঘরে ঘুমায়
নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত ঘুম : কিংবা ককটেল পার্টিতে নেশায় বুঁদ
কাঁটা চামচে ছেঁড়ে ডিস্কভর্তি পর্ক ;
স্পিডোমিটারে ১০০ মাইল, ব্রা ঢিলেঢালা সমাজপতির
পত্নীকে খুলে ছায় পিছন গেটের লক,
হোটেল থেকে লিফ্‌ট ছায় মাতাল অ্যাম্বেসেডার।

আর নবীন ঈশ্বর
থান ইটের উপর মাথা রেখে কনকনে শীতে নাকি ক্ষুধায়
কুঁজো হয়ে আছো ? কুঁকড়ানো শরীরে ডিসেম্বর রাত্রি
খোলা ব্লেড চালায়
রক্তপাতহীন ?

মেল ট্রেন শিস দিতে দিতে লম্পটের মতন
ঢুকে পড়ে গুদাম সেডের ভিতর। বোঝাই পেটের লকার
কেটে খালাস হয় পাঞ্জাবের গম ;
লবণাক্ত ঠোঁটে, নবীন ঈশ্বর
শুকনো জিভ বুলিয়ে, বুকের 'পরে টেনে নাও কুয়াশার পশম।

এরোড্রমে ডানা মুড়ে নেমে আসে পথশ্রান্ত প্লেন-
'পাখি পাখি'—বলে অনভিজ্ঞ কিশোর তুমি,

কতদিন ছুটে গিয়েছিলো পিছু পিছু;
আর এখন এই রাত দুপুরে
স্কাইস্ক্রেপারের চূড়ায় ধাক্কা খেয়ে শাণিত চিৎকার
ভেঙ্গে দ্যায় বিষণ্ণ ঘুম।

কাক ডাকে ছাদের কার্নিশে, ডবল-ডেকারের ঘণ্টি বাজে—
জেগে ওঠো, ভোর:
চিমনির ধোঁয়া, পিস্টনের গর্জন—
নবীন ঈশ্বর, তুমি কি শুনতে পাও
লোহা-পেটা-হাতুড়িতে শিকল আর সিন্দুক বানানোর শব্দ!

ডলারের তপ্ত চুল্লীতে মুখ

ডলারের তপ্ত চুল্লীতে ঝুলে পড়ে আমার মুখ। আমার
এশিয়ান মুখ।
আমি উঠে দাঁড়াই, কালো মানুষ- ইউরোপের দিকে খুলে দিই আমার এশিয়ার
সমস্ত জানলা—গুটি মেরে উঠে আসে রোমশ অন্ধকার,
থাবা মেরে ছিনিয়ে নিয়ে যায় সেই কালো বিড়াল,
গাছের গুঁড়িতে আঁচড় কেটে কবির জগতে যে ছড়িয়ে দিয়েছিলো
ভাল ভাল বিষাদ।
বিশ্বের বণিকদেশ সমুদ্রগর্ভে ফেলে দ্যায় টন টন
হিরার টুকরোর থেকেও মূল্যবান
সুপুষ্ট গমের দানা, স্কেলকাঠে মাপা হয় মানুষের হৃদয় এবং ক্ষুধা;
রক্তের লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরায়
জাহাজ, আমাদের এই বন্দরের দুঃখিত আকাশে দীর্ঘ
সূচীমুখ বল্লমের মতো ঔদ্ধত্যের মাস্তুল;
দুঃস্বপ্নের রাত্রি এসে, দু'হাতে দ্যায় দৃঢ় হাতকড়া
—বন্দী ক্রীতদাস; অনিদ্রায় দু'চোখ জাগে—
ডলারের তপ্ত চুল্লীতে ঝুলে পড়ে আমার মুখ।

মুখের মধ্যে বিদ্যুতবাহী তার

আমি আমার মুখের মধ্যে পুরে দিই বিদ্যুতবাহী তার, ১১০০০ ভোল্টে
আমার শরীর অন্ধকার হয়ে আসে ;
আমি উঠে দাঁড়াই আফ্রিকার ঘন জঙ্গল থেকে, কালো মানুষ, আমার রক্তের
ভেতর ঢুকে পড়ে সশস্ত্র গেরিলা—যুদ্ধ চালায়—খসে পড়ে হাতের শিকল,
পায়ের শিকল খসে যায় ;
আমি এখন পাসপোর্ট ভিসা না নিয়েই বেরিয়ে পড়তে পারি, যে কোন দেশ ও
মহাদেশের সীমা লঙ্ঘন করে ছুটে যেতে পারি, প্যারীর নৈশক্লাবে নেচে
নিতে পারি এলেনের কোমর জড়িয়ে ; কিংবা কাঁটা চামচে ঠুংঠাং শব্দ ;
রানী এলিজাবেথের সঙ্গে এক টেবিলে সেরে নিতে পারি ডিনার লাঞ্চ ;
হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের চেয়ার কেড়ে নিয়ে করতে পারি পদচ্যুত ;
এবং যেখানে যতো কলোনা আর উপনিবেশ, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি
তাদের মুক্তি ; অতঃপর আমি, মশগুল বেহালা বাজাবো ;
আমি আত্মার উদ্ধারক কবিদের সমাধিভূমিতে পুঁতে দেবো দীর্ঘ ঋজু সাইপ্রেস···

গ্রেভইয়ার্ডে বৃষ্টির বিকেল

বৃষ্টির ভেতর আমার পথ চলে যায় গ্রেভইয়ার্ডের দিকে, ঘুমন্ত
কবিদের সমাধিস্তম্ভের দেওয়ালে হেলে পড়ে আমার ছায়া, আমি
মুষল বর্ষণে ভিজে যাই—হু-হু হাওয়া—তুষার ঝড়—বৃষ্টি বৃষ্টি ;
আমি কবিদের আত্মার ভিজে গন্ধ পাই, দূর দিগন্তের করুণ দীর্ঘস্বর ;
স্মৃতির গভীর থেকে উঠে আসে কবিতার লাইন, কবিদের মতো কেউ
দুঃখী নেই। কবিদের রক্তের অণুতে কবিতা, আর তাই বিভ্রান্ত জটিল
যন্ত্রণার উৎস থেকে ক্রমাগত মৃত্যুর হাতছানি ;
মৃত্যু তবু মেনে নেয় কী অসম্ভব পরাজয় ; আমাদের চৈতন্যের ভেতর
টাঙানো থাকে উজ্জ্বল অনির্বাণ ছবি, কবির দেশ আছে, কাল ?
আমি গ্রেভইয়ার্ডের এই গোধূলি বিকেলে দেখতে পাই শুধুই হৃদয়—
অসীম শান্তি হয়ে আছে দিগ্বলয়, নিঃস্তব্ধ প্রান্তর পেরিয়ে আমি
গভীর গভীরতর নির্জনতার ভিতর ঘরে ফিরি ;
আমার কাঠের বাড়ী আমাকে ডেকে নেয় ঘনিষ্ঠ প্রবোধে, আর আমি
নিবিড় স্বপ্নে অনুভব করি, আমাকে আড়াল করে আছে কবির দু'হাত।

সভ্যতার জানলায় সাদা কঙ্কাল

ঠিক এভাবেই মৃত্যু আসে, ঘুরে যায় হাস্কিন মোসনের চাকা
গমের সুপুষ্ট দানার মতো গুঁড়ো হয়, ধুলো হয় বাসনার বীজ ;
অসহ্য রমণীরা হাসে, তাদের তলপেট থেকে উঠে আসে ধ্বনির বিদ্যুৎ
শিয়রে বেঁকে যায় বৃদ্ধ পিতার আশীর্বাদক আঙুল ; আর মার অশ্রুর
ভিতর ডুবে যায় আমার অথৈ শিশু-মুখ।

ঝকঝকে দু'সারি নিয়নবাতির অন্ধকারে হেঁটে যাই। গলি থেকে
অপাঙ্গ ইঙ্গিত হানে বেশ্যা মেয়েরা ;
হু-হু করে প্রতি দণ্ডে পলে বেড়ে যায় আমার বয়স ; আর একজোড়া
চোখ চলে যায় ঐ উরু জোড়ের গভীরতর গোপন প্রদেশে ;
আমি দ্রুত দৃষ্টি বদল করি, বিপরীত ফুটপাথে
সো-কেসে সাজানো সুন্দর
চোখ বোলাই মনীষীদের গ্রন্থের উজ্জ্বল প্রচ্ছদে ;

আমার সুন্দর হওয়া উচিত। অথচ নরকের আবর্জনায় নগ্ন,
নির্বিকার হেঁটে যেতে হয়, হেঁটে যেতে হবে ; কণ্ঠনালা ঠেলে-ওঠা বমি
বুকের মধ্যে চেপে নিতে হবে প্লাস্টিক ফুলের ঘ্রাণ।

আমি ক্রুদ্ধ হয়ে কামড়ে ধরি নিজেরই ঘাড়ের মাংস ;
মাংসের দোকান থেকে হায়না যেমন লুঠ করে হাড়ের খণ্ড
আমি চিবিয়ে ফেলি আমার মেরুদণ্ড, আমার গড়িয়ে পড়া রক্ত
চকচক্ শব্দে জিভ দিয়ে চেটে নিই ;

সিকি শতাব্দীর জীবন কয়লা খনির শ্রমিকের মতন বিশফুট দূরত্বে
আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে,
আমি বত্রিশ ইঞ্চি পাঁজরের নিচে খুঁজে বেড়াই
তার ধারাল গাঁইতির সুখ ;
যা আমার মুখগহ্বর থেকে পায়ু পর্যন্ত নেমে গ্যাছে।
আমি আমার কবিতার দু'চোখ থেকে চুষে নিতে চাই হলুদ পিচুটি

মুখের গ্যাজলা ফেনা, আর সর্বাঙ্গভর্তি বদরক্ত বীর্য পুঁজ ;
অথচ আমাকে তর্জনী উঁচিয়ে শাসায় লাল লাল ট্রাফিক আলো,
ফাঁসির রজ্জুর মতো ঝুলে থাকে বিদূষকের মুখ···

এক ছটাক জমি পেলে আমি পুঁতে রাখবো আমার আত্মা :
অতঃপর উঠে বসবো সেই কবরভূমির উপর ; পাঁচটা আঙুল
কার্বন পেনসিলের মতো কামড়ে ধরবে ওই মদের বোতল,
আমি মাতাল হবো ;
রমণীর ওষ্ঠাধর বেয়ে গড়িয়ে নামবে যে গরল ও অমৃত
আমি নেবো তার দু'রকম স্বাদ ; আমার তৃতীয় বাহু ব্যারোমিটার
ডুবে যাবে ওই হ্রদের মধ্যে—বীভৎস সুন্দর ।

আমি অঙ্কশায়ী রমণীর সর্বাঙ্গে এঁকে দেবো ভালবাসার অপরূপ সর্বনাশ
আমার মুখের কাছে
ঝুঁকে এলে মা-র মুখ, দোলনা দোলানোর গভীর স্বপ্ন
নখের আঁচড়ে ছিঁড়েখুঁড়ে চিৎকার করে হেঁকে উঠবো—মা
আমি নষ্ট হয়ে গেছি, নষ্ট চরিত্র ;
বৃদ্ধ পিতার পায়ের কাছে পড়ে থাকবো বেহেড লম্পট মাতাল—
আমার কঙ্কালটাকে কবর থেকে তুলে এনে দিতে পার, দাও ;
যে কোন শাস্তি দাও ; আমি একটুও আর্তনাদ করবো না ।
কিন্তু সারাক্ষণ
সভ্যতার জানলায় সাদা হাড়গুলোকে ঠুংঠাং বাজিয়ে যাবো···

অব্যক্ত যন্ত্রণার অন্ধকার বারান্দায়

ওই টকটকে সিঁদুর, সিঁথির আগুন, ওই পবিত্রতা
আমাকে পাপী করে দ্যায় ;
আমার সর্বাঙ্গে ছোবল হানে লকলকে সর্পিল আগুন :
দেবশিশুর মতন তোমার কোলে যখন নবজাতকের উৎসব

গভীর স্তনের ভিতর ডুবিয়ে ছায় মুখ ; আর ডানা-কাটা দুই
পরীর মতন দুই কন্যা কেড়ে নেয় তোমার স্নেহ-স্পর্শ-চুম্বন
মাতৃমূর্তির সম্মুখে নুয়ে আসে আমার মাথা,
ইচ্ছে হয় ওই পায়ে হাত দিয়ে চেয়ে নিই ক্ষমা ;
আমার ভ্রষ্ট দৃষ্টি, ভালবাসাকে জানাই তীব্র ভৎর্সনা।

অথচ কি কঠিন, দুর্মদ দু'বাহুর শৃঙ্খল—
সুদৃঢ় সংকল্পে জানাতে পারিনা প্রত্যাখ্যান
কিংবা হতে পারিনা সমূহ সমর্পিত ; তবু
সমর্পণের লিপ্সা নিরন্তর ছায়ার মতন সঙ্গী, নিত্যসহচর :
কী তোমার তৃপ্তি—শান্তি—সুখ—মুক্তি :
কেন আমন্ত্রণ ?   আমার নির্যাতন, আতঙ্ক, ভয়
আর তোমার দহন, সে-কি অসম্ভব ?

মৃত্যু লোভনীয় ?   মৃতের কবরে দু'জন
একবাটিতে করবো জলপান :   শবাচ্ছাদনে মুখ ঢেকে নিজ্‌ঝুম
রাত্রির নক্ষত্র আলোকে লেখা হবে
যুগল হৃদয়ের রোজনামচা ?

—জানিনা।   বিপন্ন জীবন সৈকতে ছড়িয়ে আছে
সময়, ঈশ্বরকে জানাতে হবে অভিবাদন,
কর্মচক্রে পৃথিবীর দুয়ারে এনেছো পুত্রকন্যা
গার্হস্থ্য সফলতা সে তোমার পুণ্য ; তবু
দেহে-মনে এ কোন্ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ?

আমি এনে দিতে পারি ঝর্নার জল, বৃক্ষের ফল ?
দিগন্তরে পেতে দিতে পারি তৃণশয্যা ?
ভবঘুরে জীবনে ক্রমান্বয় হেলে পড়ছি পূব থেকে পশ্চিমে।
বুকের উপর জমে উঠছে ঘন অন্ধকার
হাতের মুঠো থেকে খসে পড়ছে আমলকী

পায়ের নিচে চৌচির মাটি—বিশাল গহ্বর,
হাঁ করে ওৎ পেতে আছে, গল্পের বৃদ্ধ
চলৎশক্তিহীন চিতাবাঘের মতন ;
আর তুমি করুণার পাত্র তুলে ধরো
পসরা সাজিয়ে বলো : নাও, আমাকে নাও
ভোগ বিলাসে সমূহ ধ্বংস করো।

আমি লোভী, স্বার্থপরায়ণ, পাতক
রক্তিম ওষ্ঠে এঁকে দিই চুম্বন, কৃপাদৃষ্টিতে নিষ্পলক—তোমার দুই কন্যা ;
নবজাতকের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিই স্তন,
আমার ভোগের সম্ভার ; আর তুমি নির্বিকার
মূক বধির জানিয়ে যাও নীরব সমর্থন :
অভিপ্রেত মৃত্যু কি ? কিংবা অফুরন্ত জীবন ?
কলঙ্কের কালিমা কিংবা অভ্রশুভ্র চন্দ্রিমা ?
মেলেনি উত্তর, মিলবে না ; তবে কেন এই অসহ্য উল্লাস !

পিকাশোর ছবি 'কলকাতা'র প্রচ্ছদে*

আমরা এসে জুয়ার টেবিলে বসলে, ঈশ্বরও আসেন তৎক্ষণাৎ ;
একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঘনিষ্ঠ হন কাছাকাছি : অত্যুৎসাহী
আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিতে চান প্রতিটি ঘুঁটির চাল ;
পাশার ছকে সারাক্ষণ ছুটে বেড়ায় আমাদের আতঙ্ক ও অবিশ্বাস ,
ভুল চালে ঘনঘন ঝাঁকাতে থাকেন মাথার চুল, সরোষে
ক্ষেপে উঠে শাসাতে থাকেন, সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ—

আর কি সর্বনাশ হতে বাকি আছে ঈশ্বর ? ধোঁয়ায় ঢাকা
ঘুপসি ঘরে ধেনোজলে ধুয়ে ফেলেছি বিপর্যস্ত ভাগ্য ;
কুপি জ্বালিয়ে বার-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে যে শরীরীসত্তা,
শুকনো ঠোঁটে উঠে গিয়ে ভেজিয়ে দেবো তার ঘরের দরজা ;

অতঃপর একে একে
নাভি স্তন জঙ্ঘায় যোনিতে
মুখ ঘষে ঘষে মুছে ফেলব অবসাদ আর ক্লান্তির নু
যাবে নাকি ঈশ্বর আমার সঙ্গে, একঋতু
নিষিদ্ধ পল্লী এলাকায় নিশাচর নায়ক ?

আত্মপ্রবঞ্চনার অসুখে এ-কী কুঁকড়ে উঠছে শরীর ?
অথচ নরকের বাইরে কখনো তো দেখিনি তোমাকে. নরকের হাওয়ায়
পোশাক বদলে ফিরে এসেছো বারবার :
পিকাশোর ছবি হয়ে নগ্ন নারীর যোনিতে তুমি,
তোমাকে দেখেছি
নামিয়ে রেখেছো নমস্কার।

(কলকাতা ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

একরাত্রি উচ্ছন্নে যাবো

একভাঁড় খেঁজুরের মদে উৎসব হবে আমাদের। উৎসব হবে।
বিশাল চাঁদের মুখোমুখি ব'সে আমরা ক'জন
আকণ্ঠ মদ্যপানে মাতাল হবো। টালমাটাল পায়ে খেলবে পেশীর মাংস।
সুঠাম উরু। দু'হাত মজবুত। কঠিন কব্জি।
নীল শিরার জেল্লুস। তালুতে তীক্ষ্ণ-রেখা বিদ্যুৎ।
দু'চোখে চমকাবে চকমকি। নাচবে বুকের লোম।
বেতের মতন সপাং সপাং দুলবে দীঘল শরীর।
উদম মাঠের বুকে ন্যাংটো, শুয়ে থাকবো আমরা ক'জন—
আমাদের দুঃখহীন দুঃখ, সুখহীন সুখ, অদ্ভুত রোমাঞ্চ।
ছন্নছাড়া উদ্ভট আমাদের কামনা-বাসনা-স্বপ্ন।
স্নায়ু-ছেঁড়া উত্তেজনা, শিকল-ছেঁড়া বিশৃঙ্খল।
নিয়ম-ভাঙা অনিয়মের মুক্ত মানুষ ক'জন
একভাঁড় খেঁজুরের মদে একরাত্রি উচ্ছন্নে যাবো।

শম্ভু রক্ষিত

আমি 'নেহাৎ কবিতা' নির্মাণ করি না এই কারণে যে, আমি জানি, আমার যা বিশ্বাস, যা হঠাৎ হঠাৎ করি, তার মধ্যে বেঁচে থাকার একটা যুক্তি আছে। আমার স্বভাব অপেক্ষা করার এবং কখনোই আমার বৃত্তির বদল ঘটাব না আমি জানি।

তিনি

আমাদের বিরস্তমান অন্তঃপুরে তিনি ছিলেন'
তাঁর স্বস্তিবাচন চীৎকারের উদ্দেশে উপায়ন দিয়েছিল মানুষ
তপস্বী মৃত্তিকার লোলিত-দীপ্তিতে আমরা কি দীপ্যমান হইনিক'
আমাদের বিচিত্র সিদ্ধিফল এখনও অপেক্ষা করেছিল
ডাহুকের কণ্ঠস্বর মূলে ; আর
ঝিল্লির মূর্খতা জেগেছিল শূন্যের কম্পিত কালকূটে
ধূলিশূন্য হৃদয়ের উচ্চারণ শিখে
সংসৃতির মধ্যে অনেক হুঁশ প্রোথিত করে
উৎকণ্ঠা থেকে উৎকণ্ঠার অন্তরালে করি কার যাত্রা।

বায়ুব অঙ্গহীন স্তূপে অধরামৃত নিয়ে নয়
বৃহৎ বলাহকখণ্ডের সংসর্গে এসে দেখি সব হিতময়!
প্রত্যূষে রূপকপূর্ণ মঞ্জুষা রাখে মূর্ত-পুতুল। এবং পূর্ণপাত্রে অর্ণব রেখে
মগ্ন একটি বৃক্ষতল জোগাল কঠিন শীতল প্রতীক।

উদ্ধৃত জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য আর্তিতে আমরা দেখে যাব অর্কের ক্ষণ-শূন্যতাকে
কৃষ্ণভস্মে জনু আমাদের সেই চিরতরুণ পুত্রের—
অনেক লক্ষ পিপাসার কৃষ্ণপ্রস্তরে তির্যক-পথ করে এসে
মেঘের পর্ণকুটির এড়িয়ে তিনি বারবার নগরেরই প্রভাবে পলাতক!
আমরা পুনর্বার কি বৃষ্য বা ঐ জাতীয় কিছু খুঁজে নেব
জলচারী কুম্ভীরের মত শশ্বৎ উবুড় হয়ে অস্তিত্বহীন দেবতাকে স্পর্শ করব?
সেই বৃহৎ, যে আর্তিতে উচ্চকিত
সেই স্পন্দন, যে মন্ত্রপ্রয়োগ করে
শ্বাসরোধী উত্তাপ আর দাহের মধ্যে মত্ত ও আর্ত।
উত্তাপহীন আবর্তে আমরা জড়—অযোগ তাই?
শুধু যন্ত্রের কোন ছুঁৎ-এ আমাদের কণ্ঠহীন মস্তিষ্ক নির্গত
উৎকীর্তনের গহ্বরে কি তীব্র অন্তর্যুদ্ধ প্রতিনিয়তই হয়।
আমরা অমেধ্য, তিনি অন্তকালে আমাদের কোন্ বহিত্রে নামিয়ে গেলেন?

১ চৈত্র, ১৩৮০

নির্গমন

চারপাশের রিক্ত হৃদয় চিৎকার করে এসে দাঁড়াল গোচারণভূমির উপরে।
প্রত্যেকবার আমার পাশ বেয়ে প্রদর্শিত মুখ অভিশপ্তের উন্মুক্ত প্রার্থনার মত
বিবস্বানের নির্দেশে স্বতন্ত্রভূমি তৈরি করল। আমার বড় মাসী হুজুগের বশে
আমার শরীরে উচ্ছ্বাসের সংলাপ ঢালছিল। মাসীর বৈশিষ্ট্য সমর্পিত, পরিপূর্ণ
এবং তার প্রশ্নকটি আমার কাঁধের ওপর হয়ে দিনের উষায় জঠরাগ্নি নামাচ্ছে
পিতলের বাতিদানের চিহ্ন ধরে এসে গান গেয়ে ক্লোম জাগল
দড়ির ধ্বনি অবলীলাক্রমে আমার রমার শাড়ির ছোট ছোট ঘোড়াদের ওপর
পশুর গলা বানিয়ে ফেলল। সবই স্বচ্ছন্দ

তিনজন আবকার আমার ঘরের মেঝেয় বসে হিজিবিজি বানাচ্ছে। সামান্য
আগে জানলাম্। আমি তখনো আমার হয়ে উঠিনি। নির্দিষ্ট। মৃতদের
বিস্ময়কর শক্তি দেখে আমার ভীষণ রোষ হলো
আমি রাসায়নিক তত্ত্বর কাছে অনেকদিন কাউকে গলে যেতে দেখলাম না
কোন মানুষ ছায়া হতে পরিবর্তন এল। আপিঙ্গল বাতাসকে আমি কি
করে সম্বোধন করব? আমার আপসোস থাকল
সুখের ক্ষীণ শব্দের মধ্যে আমার চাবুক এবং চিরন্তন যেন
জাহানের চিত্রের ঘাড় বেঁকিয়ে রূপান্তরিত। আধুনিক।

অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সহকর্মীরা বেগবান জলোচ্ছ্বাসের মত
এগিয়ে এল। আর বড় মাসী শাসন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।
আমার শূন্য যন্ত্রণা। আমার অজ্ঞেয় হৃদয়ে ধারণার আইনঘড়ি; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
চিহ্ন ভ্রমণের শেষে শোকাবহ বিখ্যাত হয়ে ধর্মগীত গেয়ে যাচ্ছে
তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রায় ষাঁড়ের ও মেষশিশুর অবসর

সবাই নির্ব্যাজ নিকুঞ্জের বাইরে এসে পড়ল; দেখল মাটির ওপর
বিচ্ছিন্নতার ভেতর আমি পরিপূর্ণতা জুড়ে রয়েছি
আমার অভিসন্তাপ মুখ দেখা যায়নি
আমার উদ্ধত মুখ শুদ্ধ, উন্মুক্ত, অভ্যর্হিত।

প্রাসাদকুক্কুট

আমার প্রাসাদকুক্কুট, তোমাকে ঠেলে ঠেলে আমি অগ্রসর হচ্ছি—কেননা
তোমার দূর জানু, ক্ষেতসমৃদ্ধ গ্রাম আমি রক্ষা করব
তোমার কণ্ঠ যতই সুমিষ্ট শোনাক
আমার চারপাশের অস্থায়ী জলবায়ু তোমার বাহুর গন্ধ ছড়াচ্ছে
স্বর্গ। তোমার সঙ্গে গান গায়, তার বিষয়েও তোমাকে আমার বলার তেমন নেই
তোমার অনৈসর্গিক কথায় হারিয়ে যায় স্ফটিক বিষাদ
প্রাসাদকুক্কুট, কয়েক মুহূর্ত তোমাকে দেখি সঙ্গী দিয়ে। অবিরত
তোমার জঠরাগ্নির দিকে যাত্রা। তুমি কোন্ দিকে—
আমি নিজেকে সমান্তরাল করতে শিখি তোমার তুলতুল চঞ্চুর ন্যায়

সমস্ত দিন এবং রাত্রি, ময়ূর, তোতাপাখী এবং মিষ্টকণ্ঠ কাকাতুয়াগুলো
যাদের মুখগুলো রূপসী মেয়েদের মত সুন্দর—এই সমস্ত
এবং অন্যান্য অজস্র উজ্জ্বল পাখীরা
তোমার বন্দনায় সুমিষ্ট স্বরে গান গাইছে
প্রাসাদকুক্কুট, দেখি তুরীয় ছায়া শৌখিন, চলে যায় শাশ্বতবৃক্ষশ্রেণী ; দূর পথ—
তুমি প্রহর গুণে ঘিরে রাখো এই বিবর্তনের পাখা এবং শব্দরাশি
হংস সারস, দেওনকও তোমার অনুগত, ধর্মচ্যুত
আমাকে শেখাও বায়ুশ্বাসের ঘনিষ্ঠ ছবি, তুমি ঋজু, বিস্ময়ে সুমন্ত্ররথ

বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যে

বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যের কোথাও আনাড়ী অন্ধকারেরা আসেনি
যজ্ঞক্রিয়ার সতর্ক কাহিনী থেকে অসুরেরা বিকৃত
বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যে বাক্‌দেবী তাদের উৎসের খোঁজ করছে। যারা
মেঘপুঞ্জের মত ঘুরন্ত অবস্থায় রয়েছে
বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যে অদিতির অক্ষমালা, যার সংঘর্ষের অনেক কাহিনী
একত্রে গ্রথিত, দেহের অর্ধাংশ সুবর্ণময়, উচ্ছ্রিত

বৌধায়নের মানুষমেধ যজ্ঞের স্পন্দনে নিসর্গজাতীয় ক্ষয়হীন মত্ত-প্রমত্ত পুরুষেরা
আছে এবং ছায়াপত্রে তারামণ্ডলের অনেক অগ্নি অবস্থিত, ষোড়শ শ্রুত

বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যের ব্রহ্মা ঋষিদের অস্তিত্ব কোনদিন বিলুপ্ত হবে না
কেননা তাদের অরণ্যবাসে বহুসন্ধানী বাহনেরা একত্রিত। বস্তুতঃ তারা
যেন মরুবাসী পুষ্করণা দেশের অধিপতির লক্ষ আলো বালাম-নৌকা
যারা জগদ্গৌরীর জন্য কাঁদে বা নির্জনে ভাসায় বিষণ্ণ-গান।

বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যের বৈশম্পায়ন একদিনও রাত্রির অন্ধকারে ঘেসোজমির
ওপর নিশ্বাস টিপে অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না ললনাকে দেখে ধৈর্যাবলম্বন
করে থাকে নি।

মড়িঘর

তিনি নিজের তৈরী কৃত্রিম বিষাদের ওপর এলেন, দেখলেন
এই শীতল উদ্যমের দেশ, তার যা কিছু ধ্রুব দান সঙ্গে যুক্ত হল।

প্রেক্ষক এক সুন্দর বিশ্লেষণ চালিয়ে পুনবার আলোর চারধারে ভেসে চলল
এই বিশেষ দেয়ালে ঝোলান অস্বস্তিময় কঙ্কালেরা যন্ত্রের স্তূপ, বসুন্ধরার শৈবাল

চারিদিকে তড়িৎক্ষেত্র : যৌক্তিক দেহ যাত্রা শেষ করে
আসবে। সলজ্জভাবে সে নানাজনকে বাধা দেবে : মায়াময় তার সৃষ্টির শক্তির
একটিকে গতিশীল সেই সন্ধান কায়াটির সঙ্গে বাঁধল

আমি শৌখিন, বরতরফ। আমার চারধার অতিপ্রোন্নত
পাবক সন্ধান করে কারুকার্য করা
বিশেষ রঙীন শান্ত পা—যা প্রাকৃত কীর্তির তলায়
প্রায়ই নিঃস্বপ্ন করে দেখায় গন্ধ, অনেক শোয়ান শরীর আকণ্ঠ উন্মুখ
পরিবর্তন অভ্যর্থনা সৃষ্টি করে আকাশরশ্মির মতো
তার দৃষ্টিতে এমন সমস্ত চিত্র
উর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডলের ওপর তার পতি কেঁপে উঠেছেন

তার নিটোল নরম চোখে অদ্ভুত অক্ষর রয়েছে। সমস্ত নক্ষত্র আকাশ
ও ভ্রূণ বের করা দাঁত প্রসক্ত, আক্রান্ত।
বস্তুত: যখন শরীর ওপর-নীচ হয়ে প্রীয়মান গহ্বরে
পরিবর্তিত হয়, চোখের তারা স্ফুলিঙ্গ হয়ে ছিটকোয়
তখন এসে দাঁড়ায় মেধাবিনী, সবাইকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়

শস্যপ্রসূ বসুন্ধরা যার সামনে এসে অসাড় বোধ করলেন
তিনি স্পর্শ করা সৌন্দর্যের চাঁদ
তিনি চিৎ হয়ে, যেন আর তার কিছুই নেই—দেবী অদিতি তাকে
মাটি থেকে আকাশে তুললেন
এবং তার হৃদয় থেকে বেরুল উষার অবিশ্বাস্য-নিধি

প্রেয়সী ঘরের একপারে এসে করলেন সংজব্রত
মাটিতে বসে সেই ছবি আঁকলেন, সমর্থ হলেন
সাজিয়ে দেওয়া সৌন্দর্যের পারায় হংসযুগল
পুতুলের আকারের উপর প্রাধান্য পেল
এবং সেই ভাস্কর্য রমণী, যিনি আমার জন্যে উদ্ভাবিত, তিনি এই ছবত্ব দেখলেন

মন্দ্রস্বর

আমি চাই ঐ সব অন্তর্মুখ চোখ, ধর্মযুদ্ধের মত কাজ
সুদীর্ঘ নদীগর্ভে আমাদের দেহগুলি নিক্ষেপ করার চাইতে আর আমি কি করতে পারি। তির্তিয়ু কম্পনেরা অভাবনীয় সমাবেশ নামাচ্ছে রাজধানীর সেই ঝিরঝিরে জায়গায়
অনেকেই আবাসে, চোখ-ধাঁধান স্থানে ঐশ্বর্যের স্বাদ নিচ্ছে, নকশায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমশ: ঘর বাড়ী আকাশের তড়িদ্‌গর্ভ মূর্ত হল শরীরের দ্বৈধ আনা পাহাড়ে পূর্ণাঙ্গকরণ, প্রতি প্রাচীন জ্যামিতিক চিহ্ন নীল আকাশের চিড়ে
আমাদের যা ভাল লাগে তাই জড়ো করি। তবু নিঃশেষিত পূর্ণাঙ্গেরা অর্ঘ দান করে অন্বেষণের জন্যে এবং অবলীঢ়দ্বীপ নিয়মকাননের আলোকচিত্র করা জরিপ

'এ দারুণ অস্পষ্ট দেশ।' যারা এখানে ক্রুদ্ধ মধুর মন্দগতি ও অলস অন্ধকূপে পড়ে থাক। এই তাদের যোগ্য স্থান। তাদের সুস্থির অবিশ্রান্ততার জন্যে আমাদের দুষ্ট আঁকাবাঁকা চিহ্ন
এখানে পর্যাপ্ত চীৎকার নেই, যেন একেবারেই নেই! কারা পত্রবিরল গুল্মাদিদের নিয়ে ধ্বংসকারীদের মত আমাদের কাছে! কারা এবার এই পরিবেশে বেরিয়ে এসে আমাদের অপরাজেয় পৌরুষকে জাগাবে? কারা অপরাধীদের মূর্তি নিয়ে মাথা উঁচু করে জেগে আছে
আজ যখন আমি রাজকীয় গর্বিত বৃক্ষের মত শয্যার উষ্ণতা অনুভব করব তখন প্রেরণা সূক্ষ্ম সুতার তলায় ছটফট করবে। অমল ও জ্যোতিষ্মান শিশুরা মুহ্যমান হবে; মৃত রোগজীর্ণ বিন্দুরা চলাফেরা করবে, দক্ষিণ সূর্যের ডানায় উচ্ছল হবে চিত্রপুঁথির সংগ্রাম
বজরা ও বিলের জমি—তাই আমি নানাজনকে দেখিয়েছিলাম
এখন আমি আমার সংকল্প নিয়ে এগুচ্ছি। কোথাও কোন অলৌকিক কিছু নেই এখন এদেশে, অধঃপতিতদের কানে বিশ্বাসের অন্তর্জগৎ এই বলছে:
'আকর্ষণের ফলে ও প্রকৃত সত্য স্ফুরণের জন্যে সে অস্থিরতম। সে দৃপ্ত। সে অদ্ভুত।'···বিশুদ্ধ বিস্ময়, সংশোধন চিহ্ন আমাকে দেখান হয়েছে। হঠাৎ ফুলে উঠছে আমার দেয়ালউঠন্ত পাত্র এবং বেশী নাড়াচাড়া করলে পুরোটাই প্রেরণার পাহাড় হয়ে যেতে পারে
আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাওয়ায় পান্থশালে নতুন শপথের মত। এখন কেউ যদি জলচৌকিতে বসে কোন আলোড়ন দেখতে চান, তাহলে আমার জটিল ইন্দ্রিয়গুলোকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে প্রতিশব্দ বানান
এই অবস্থায় শরীরের মূর্তিরা দেখতে পাবে আমার স্থপতির উদ্যোগ, বিসর্গযুগ আমি জীর্ণশীর্ণ এক ছোট্ট টাট্টুঘোড়ার পিঠে বসে ফুটে-ওঠা উদ্ভিদের যুদ্ধের ভাষা শিখেছি। কারুর জন্যে আমার কোন বিলাসিতার প্রয়োজন নেই

চিত্রকর

চিত্রকর মুহূর্তগুলির প্রতিমূর্তির মতো একটি ঘোড়ার পিঠের ওপর বসলেন গা ঘেঁষে বয়ে চলা স্রোতের দিকে তাকালেন এবং বিকেলবেলা অর্গ্যানের মত

চীৎকার করলেন আমাদের নাদুসনুদুস নুড়িগুলোদের মাঠে
এবং যখন মৃগচর্মের তৈরী পোষাক পরলেন
তখন সমতলভূমির মাঝখানে ঝুঁকে পড়ে আছে সুঠাম তৃণভূমি
সৌন্দর্যের বাসিন্দারা গুলি চালাচ্ছে, অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে
অনেক বুড়োমহিষ এবং দিনের হলকায় যাদের চামড়ার রং তৃষ্ণার্ত উদ্বিগ্ন হত
তাদের হাতে অন্তহীন উচ্ছ্বাস হয়ে উঠছে ঈগলের পালক
বীণাধ্বনি গৃহীত হচ্ছে
ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশান্তর যাত্রীরা, কিছু হাওয়া জেগে উঠছে
চিত্রকর নিরাশভাবে দৃশ্যের ভেতর উবু হয়ে বসলেন।
আমি একটি রোদে পোড়া সমতলভূমি অতিক্রম করে চিত্রকরের স্মৃতি
জাগিয়ে তুললাম। কিন্তু হঠাৎ সূর্যাস্ত বেলায় সারাটা গ্রাম ভেঙে পড়ল
বীরযোদ্ধার সাজে চিত্রকরকে দেখতে
বনদেবী তার অ্যাপোলোকে ঘিরে ফেলল শুয়োরের ঠোঁট পরে
চেঁচিয়ে কে বলল : ওহে যুবক আর বালকবৃন্দ, গালে সিঁদুর মাখানো
যুবতীরা, এসো, বনদেবীর প্রতি ঔদাসীন্যের ভাব দেখাই
পায়ে পায়ে এসে চিত্রকর দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন
অনেক ভারসাম্য দেখালেন তার কণ্ঠস্বরে।
সীমান্ত ছেড়ে শীতের ঝড়ে উড়িয়ে আনা হালকা পাখিদের মতো আমাদের
সাদা তাঁবু দেখেন যিনি : লাল সূর্য তাকে বালুর প্রাচীর দিল
কেউ বা তার জন্যে একটা ভোজ দাবি করলো
যেমন ধর্মীয় অনুভূতির জন্যে দেশান্তরযাত্রীরা তাদের দুটি পা ক্রমাগত
দুলিয়েই চলেছে
এদেরই মাঝখানে তীরভরা তূণ
আর লম্বা ঠোঁটওয়ালা জলার পাখিগুলোর চীৎকার চিত্রকরের মাথার ওপর
দিয়ে উড়ে যেতে লাগল
জন্তুরা চিত্রকরকে বলল : আমাদের সাহায্য কর, তোমার কাছে আমরা
কটন-উড দাবি করি
গিরিপথের কিনারায় আহত ও উবুড় হয়ে তারা মাটির নীচে পড়ে রইল,
পরে ডান ধারে বসল

খাড়া পাহাড় আর বাতাস চিত্রকরকে খুঁজতে চাইল
চিত্রকর তাদের বললেন : যেহেতু তোমাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই
অনেকগুলো হিংস্র হৃদয় তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকবে তোমাদের মধ্যে
চিত্রকর আমাকে কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে এসে অত্যন্ত যন্ত্রণার দৃষ্টিতে
তাকিয়ে ঘাসের ওপর বসতে বললেন।

চিন্তন

আমি ভেবেছি আমাকে ঘরের দেওয়ালে বিভিন্নভাবে স্থাপন করে বৈচিত্র্য
সৃষ্টি করব
আমি আজ নিরস্ত্র, অযুগ্ম, ত্বরমাণ।

আমি আমাকে আত্মসাৎ ও আক্রমণ করি, দ্বিধাহীনভাবে সমস্ত কিছু প্রকাশ
করে দেখাই
আমি আমাকে থামিয়ে রাখি, অপরিবর্ত আকার তৈরি করি
আমি আমাকে দেবতাব, পর্বতমালার বা জড়পিণ্ডের ঋজুরেখা তৈরি করতে
কখনো দেখিনি : ধ্রুব বিশ্লেষণ ও স্থির বিষয়বস্তুতে আমি ক্লান্ত।

আমি বস্তুত: আমাকে দেখছি না,
আমার হাতের একটা ছোট্ট পেরেক সেই আমাকে দেখে যাচ্ছে
আমার ভেতর হালের কলাকৌশলের দেদার অনুপ্রবেশ ঘটছে
অসংখ্য বিশ্বাস, সূর্যের যোজনা, অকৃত্রিম অস্তিত্ব, আলজি-ঘন কালচে পাথর
বড় বেশী অর্থবহ ছবি, মধুর বিহ্বল কারুকার্য সচেতন হয়ে আমার মধ্যে আসছে
প্রয়োজনের চেয়েও বেশী বৈচিত্র্য সৃষ্টিকরা উদাহরণ বৃত্তাকার গতিশীলপাহাড়

আমি চিন্তা ও নিষ্ঠার শুদ্ধ পার্থক্য দেখাই স্বচ্ছ পাথরে। উত্তর হতে দক্ষিণের
অভিযোগও নিবদ্ধ করি। প্রতিরূপ-মূর্তি আমাকে দেখে ফেলে ও
মুখোমুখি কাঠখণ্ড।

আমি লাল রঙ পরিমিতভাবে সূর্যকিরণের মত সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছি
শঙ্কুর মত ধূসর ছাই রঙের কিছু গ্রাম, কিছু শহর দেখা যাচ্ছে
গড়িয়ে পড়ছে রঙীন ঘাসের ঘোড়া
আমি জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর শুয়ে প্রতিধ্বনি খুঁজছি।

সোনার দাসী

অনেক দূর দেশ ঘুরে আমার সোনার দাসী আসে
আমি সংক্ষিপ্ত গলিপথ থেকে ঘরে কোলে করে নিয়ে আসি তাকে।
সোনার দাসী, যাকে প্রজাপতির মত দেখতে
আমি চোখ বুজে শুঁকি যার টকটকে লাল সিল্কের জামা, গর্ভের শিরা
যার শুকনো অল্প চুল মাথার ওপর দুভাগ হয়ে আমার কানের পাশে
জটার মত ঝোলে

আমার ঘরে লোহার খাট, জামাকাপড রাখার দেরাজ, দেয়ালের মধ্যে
মার্বেল পাথর বসানো কয়েকটা ড্রয়ার এবং আখরোট কাঠের ওপর
খোদাই-কাজ করা ছোট্ট একটা টেবিল যেন স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে থাকে
আমি অবৈধ কার্পেট পুঁথি, ছেঁড়া কাপড় সোনার দাসীকে পরাই

আমি হেসে তার সঙ্গে কথা বলি, আঙুলের সাদা হাড় তাকে দেখাই
তার জন্যে আমার নিশ্বাস, তার জন্যে আমার জলস্তম্ভ
এবং আমার জন্যে তার দ্বিতীয় সত্তা অনেক দূরে চলে গেছে।

আমি সোনার দাসীর মনের কথা চিন্তা করি: সগর্বে উদাসীন হই
সকালে সোনার দাসী ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে,
বায়ুমণ্ডলের মত তাকে মনে হয়
সে রঙীন বাদ্যযন্ত্র ও টুপি নিয়ে আমার সঙ্গে লড়াই লড়াই খেলে
আমি দেখি তার দীর্ঘ স্পন্দিত খেলা, দীর্ঘ অঙ্গসঞ্চালনও কবি
সোনার দাসীর অনুপক্রীড়ায় এখন আমার মূর্ত শরীর—

আমার ও সোনার দাসীর খেলা দেখে নিরাবরণ বুড়ীরা উঁচুবাড়ি থেকে
বেরিয়ে আসে: সোনার দাসীকে তারা দয়াময়ের বাতাস দিতে থাকে
তাকে ঘিরে ধরে পাথরের পতঙ্গ লাগানো ওদের শুকবদন সম্ভ্রম

চতুর্দিক-দেখা বারুদের মতন সোনার দাসী শীতল মনে হাই তোলে
তার নিহিত চোখের ভেতর হতে অনর্গল রশ্মিকণা আসতে থাকে
তার জালি চোখ, উত্তপ্ত লাল ঠোঁট—ঝালর লাগানো স্মৃতি

তার শরীরে আমার বেদনা মাখান গন্ধ

আমি ও সোনার দাসী আমরা দুজনে এখনও স্পষ্ট, স্ফীত
আহরিৎ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে যাই প্রায়ই নীচে।

আমার নিখর্ব ছায়ার থেকে বহুদূরে

আমি গ্রানাইট নাড়ী বেয়ে পেয়েছি চক্রাকার দেহের স্বতন্ত্র গর্ত
আমি দেখেছি মহাকাশের অধীন হওয়া বিষণ্ণ আকাশ
আমি হেসেছি মধ্যবর্তী ভাষায় নিরুদ্দেশ প্রাসাদের সঙ্গে
আমার নিষ্প্রাণ, অবশ দেহ তরল হয়ে রয়েছে
আমি বলেছি সব-কিছু ভুলে পরিবর্তনের নিক্বণ নিয়ে দুঃখকে একেবারে অব
হয়ে যেতে এবং যুদ্ধ করেছি অনেক সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে
যাঁরা একদিন সৈন্য, পানীয় সরবরাহ করেছিল
এখন যারা বিভুর মন্দিরের অবতরণ খাদের ভিতর এসে প্রশ্ন তুলছে
আমি যাচ্ছি বৈদ্যুত মস্তিষ্ককে তরঙ্গের বাতাসে ভাগ করে নিতে
যেন চুনপাথরের ওপর বড় ভবিষ্যৎ আমি প্রকৃত আঁকড়ে ধরেছি
আমি দেখেছি নাইয়াদের শহরে প্রকৃতিকে চলাফেরা করতে
বহুদিন শান্তির বড় পৃষ্ঠদেশে প্রকৃতি সাদা পাথর হয়েছিল
অস্তিত্বের ফলে শ্বেতকণিকা পতঙ্গের অসুস্থতা দেখাতে পারেনি।

আমার শ্বাসকার্য জেগে ঘুমোচ্ছে. রতিপতি আমার প্রকাশের মাধ্যম
আমি রূপসীদের কণ্ঠ নিয়ে বলছি : আমার মূলনীতি আত্মহত্যা, যা এখনো
করা হয়নি অর্থাৎ যারা আমার এগিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে চেয়েছিল
তটস্থ হয়ে তারাই সংক্রামক রেণু বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে মহামারি ঘটাতে চাই
বংশপরম্পরায় ঐশ্বরিক উচ্ছ্বাস তাদেরকে ঊর্ধ্ব করে রাখছে
সাংকেতিক বার্তা আমাকে বেঁধে দিচ্ছে সাম্প্রতিক শিল্পের হৃদয়ে
আমাদের ঈশ্বর অনর্থক মাটিতে ঝেঁকে বসছে
এবং আমাকে রাখছে তার স্থির দেহের মধ্যে

আমি এই আমার ভিতর এক বিশাল মহাদেশ নিয়ে আছি।
হৃদয়ভূমির মত বিস্মিত মহান' হচ্ছি আমি
বর্তমানে আমি নিরন্ন, ওত পেতে আছি
নীল রঙা পূর্ণতা আমার শব্দকে পরিবর্তিত করছে
বীভৎস দূরবীনে সৃষ্ট ক্ষীণ পীত হরিৎ রঙের বৃত্ত
আমার প্রসন্ন সংগীত কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে
আমি সংশয়গ্রস্ত, উল্কাণুর বর্ষণ নিয়ে বসে আছি
আমার ক্রসচিহ্নিত নিয়তি ক্রমশ: চেহারা বদলাচ্ছে
আমার সংগ্রহশালা প্রতিভার সুষন
আমার দুজন স্বস্ত্রীয়া ভাসমান পাহাড়ের সুড়ঙ্গ কাটছে
গিরিগাত্র ভেদ করা আমার চোখ জলরাশির ছবিতে সারা দেওয়াল ভরাচ্ছে
আর ঠিক এই সময়েই আমার হৃদয় ইস্পাতের মত শক্ত
আমার বৃক্ষের মৃত শাখায় রক্তের উদ্‌ভেদ, আমার জিভের ভিতরে ফেণা
উঁচু উঁচু ঘুর্ণিবায়ু আমার এক-একটি বিভঙ্গকে কি বেশী বিস্তৃত করে?
আমার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে কে গা ঝাড়া দিয়ে বলে:
কে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে!
আমার নিখব ছায়ার থেকে বহুদূরে কাদের অপসৃত অস্ত্র?
আমার প্রেতগুলি এখনও শেখেনি কারা কি করে আমাদের প্রতিহনন করে!

পৃষ্ঠপোষণ

তারা দেয় ইস্পাতের শিকল/সে ঢেউ খেলানো রাস্তা, অসংখ্য মানুষ
প্রাসাদ প্রাঙ্গণের ধুলো/এবং তিনি কি কেনেন?/পুকুর-ফসলক্ষেত?

সে নেয় বরফের কল/তার দয়ালু-ভ্রাতা নক্ষত্রসন্ধানী কারখানা/সর্দার ধানজমি
অসংখ্য মানুষ ভূতত্ত্বের নিরীক্ষণ ছেড়ে সুন্দর সেতু

সে কাকে সম্মানসূচক পোষাক, অশ্ব উপহার পাঠায়? এবং 'হুঁশিয়ার মস্ত'
নামে সেই মূর্তি/(যে মত্ত হাতীর চেয়েও দুর্ধর্ষ) সে কি বোধ করে?

তার সময় সংক্ষিপ্ত: নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে কাটে/তার ছায়া হয় কল্পনার চুনি, শিল্পমন্দির/সে রাস্তা/তার পূর্বপুরুষ এখন হাউই ও বাজি ছুঁড়ে ক্লান্ত হবে/তার পত্নী চিত্রশালা করবে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে/আলোর সারি সম্মান জানায়/শালের সমৃদ্ধ সম্মান জানায়/তারা ভূমি স্পর্শ করে/তার পালিতভাই বীরত্ব দেখায়/সে পাথরের গায়ে কল্পনা খোদাই করে/আসে পুকুরের তীরে/তার দয়ালু ভ্রাতা, প্রিয় বন্ধুরা আসে ঘোষখাপুরের জঙ্গলে তার স্ত্রী-পুত্র রণধ্বনি শোনে (সঙ্গে তাদের সৌভাগ্য থাকে)।
তাদের স্নায়ুর সঙ্গে স্নায়ুর/পেশীর সঙ্গে পেশীর
তারা খাড়া পাহাড়ে চড়তে পারে/তাদের ললাট-কল্পনা তার সঙ্গে
সে হাত তুলে ধরে।

প্যারিস

আমি লাল কুচা-পাথর ছড়ানো ভুঁয়ে আমার জপমালাটি ভুলে ফেলে এসেছি
আমার মহীয়সী জননী গিয়েছে বেদনার বুরহানপুরে
দাঁড়িপাল্লা ঝোলানোর প্রত্যেকটি রজ্জু স্পর্শ করে
আমি আর কোন প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হইনা

আমার প্রেয়সী অবিক্রোচিত কাজ করছে
এবং আমার দাস একটি বাঘিনী ও একটি নীল গাই শিকার করেছে
আমি তাদেরকে একটি করে মুক্তার মালা দিয়েছি
দুর্গ এবং মহামান্য খাজার সমাধির অট্টালিকা ফেলে আমি চলে এসেছি
মেঘ-পরা সূর্য, স্বর্ণখচিত বৃষ্টি আমার সুরাপানের তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলছে
আমি দুঃখের সম্রাট, দুর্বুদ্ধির প্ররোচনায় কাউকে আর অশ্ব উপহার পাঠাইনা

আমার সমস্ত মরকতমণি দিয়ে আমি দরজা-উদ্যান কিনেছি
আমি পৃথিবীর অধীশ্বর মহান ঈশ্বরের কাছে গিয়ে যাকে সম্মানের আসনে বসিয়ে এসেছি; ফেনার ওপরে 'রাজা' নামে জলপাত্রে তাঁকে দেখো
শ্বেতবর্ণ উড়ন্ত ইঁদুর, ঘোড়া, উট ও এলেপ্যোর মধ্যেও
আমার বিশ্রামশিবিরের পাঁচশত খাপোয়ারের ভিতরে—

আমার প্রেয়সীর সমস্ত কার্য ঘৃণা ও মূর্খজনোচিত মনে করে,
তাকে আমার নির্বাসনের শ্বাসবাষ্পে আশ্রয় দিয়েছি

বিবেকানন্দ

আমি স্তম্ভিত, আমি আজ মাথা তুলতে পারছি
শত ক্ষত ক্লান্তি নিয়ে নতুন মস্তিষ্ক, নতুন দেহ খুঁজতে খুঁজতে
আমি আজ যাঁকে দেখলাম
আমার সঙ্গে আমার অন্তঃপুর মহাদেশও তাঁকে দেখল
বলবানরা হল সারিবদ্ধ, প্রশ্রয়ঘন মৃত্যুরা ভীত, আর্তভাব ; শিশুরা আমোদে ব্যস্ত
কত সব দৈব ও আসুর নম্রতর বিনয়ে এসে দাঁড়াল।

তাঁর পরিধানে একটি কমলালেবু রঙের আলখাল্লা, যার কটিবন্ধ লাল
আমার স্বর্গ, আমার পৃথিবী তাঁর নির্বাসনের ওপর শাশ্বত
তিনি ধীরে এবং সূক্ষ্মভাবে আমার মনের বিভিন্ন কক্ষে এসে দাঁড়াচ্ছেন
আমার সমস্ত দেহ নিস্পন্দ, রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে
ভিতরের আগুন আবদ্ধ হচ্ছে এক শুদ্ধির কাছে : বোধে- আমিই সেই আমি।
আমার মুক্তি কি সম্ভবপর অথবা জন্ম ? আমার হাত দেবলোকেব নীচে
কোন্ পথ আজ তাঁর প্রস্ফুট-মূর্তি জয় করে নিল ?

আমি উত্তুঙ্গ উদার ছায়ার ছায়াতে মিশে থাকব
বেশ কিছুকাল জগতের মধ্যে থেকেও কি যেন দেখে দেখিনি।
আমি নিঃশব্দ মন্ত্রের ধ্বনির ঊর্ধ্বে এসে সমাধিস্থ হয়েছি, শুনছি জগতের মর্মর
এই পুণ্যময় বিরাট জগতের জন্য আমি দূর গতায়ত বাতাসের মধ্যে দৃপ্ত আতত
হচ্ছি এবং অমলমুক্ত শিলায় গড়া পিতা আমার আকীর্ণ কেশে
তাঁর পদ্মের মত হাতখানি বুলিয়ে দিচ্ছেন
'জলের স্রোত নৌকায় দুটি প্রাণী' এই ক্ষুদ্র দৃশ্য উদকের ওপর মিলিয়ে যাচ্ছে।

অদৃষ্ট

এখন ঊষার সবলতম আশা রূপালী শাখাকে অনুভব করছে
তিমির রঙের ফুল অশুভ চিহ্ন হয়ে ভাঁজ দিচ্ছে

চিহ্নিত হৃদয় জোর ঘণ্টাধ্বনি বইয়েছে। কঠিন মনোভঙ্গি নিয়ে ঘোষণার সৌন্দর্য
পাণ্ডুবর্ণ রমণীরা ধার্মিক-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল ; মহান রাজকীয় গণিকা
ধ্যান দিয়ে তাদের ঢেকেছিল। একটি সাদা মনোরম ছবি বেশ বর্ধমান
অন্তহীন প্রেম আমাকে ডাকে, মুখে এক হাত তুলে
আমার সেবাদাসীদের বিশ্রামঘরের মধ্যে জেগে স্বপ্নেরা পরামর্শ করেছিল
নির্বাসিত শোভা 'কেউ জানায়, কেউ জানায় না' গর্জন করেছিল
শহরতলির গ্রীষ্মসন্ধ্যার মধ্যে আমরা জোয়ারমাখান কৌতুক দেখেছিলাম
শিশিরের মত
নিঃসঙ্গ আশাহীন মানুষ, আমরা জলধ্যান পূজো আরম্ভ করেছিলাম
প্রণয়ের নিরাশা, আমরা রত্নভরা পৃথিবীতে ছিলাম
শোকার্ত অধিদেব, ঝাপসা মিনার ভ্রান্তির ঘোরে প্রতিধ্বনি নিয়ে বেড়িয়েছিল
আমি দীপ্যমান হলাম। উপহাস স্মরণ করল প্রত্যাখ্যান সংগীত
ভ্রান্তি দুর্গমতার আভাস আনল, যেন বেশবাস আমাকে উপহার দেবে
অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতি, আমি শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ পাঠ করি, গৈরেয় পবিত্রভূমির দিকে
তাকাই ; দীর্ঘ সময় ধরে সমস্ত শৌখিন মুক্তির উপায়সমূহ দেখি
পাথরের পিণ্ডাকৃতি মন্দির, অতিসুন্দর সপ্তমণির সচেতনতা, বিস্ময়-বৃদ্ধের মূর্তি
কিছু বলতে শেখাও, শব্দ দিয়ে শৈশব দেখতে শেখাও। আমি বীর নয়
জীবন্ত সমুদ্র-বালু ও সুমধুর কণ্ঠ আমার শরীরে কি অনুসন্ধান করছে।
জাগতিক মুক্তি : কে অদৃশ্য রূপসী ?
কে নদীর ভ্রষ্টতার মতো সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা অগ্রাহ্য করে !
কে বালু ও মানুষের হাড় অপসৃয়মান মুহূর্তগুলিতে বসায় ?
কেন অদৃশ্য ভবিষ্যতের দেবদূতেরা অবিশ্বাসী কবিদের দ্বারা সমর্থিত হয়।
আমি শান্ত উদাসীন ভাব বজায় রাখতে চাই তোমার কাছে
অনেককাল পরে তুমি আমাকে একটি সম্পূর্ণ মানুষের শরীর উপহার দিলে
তার কণ্ঠস্বর...। সার্থক সূর্যরশ্মি তাকে তিতির পাখি হয়ে দেখল
তোমার অগ্নিদগ্ধ যুক্তিকটি এবার পূর্ণ এবং তোমার মহার্ঘ চুলগুলি
তুমি এখনও নানারঙের অস্থি দেখতে শিখলে না
(তোমার স্বাভাবিক বোধও সব ধুলো হয়ে রইল)
আমি অপবিত্র, হয়তো বা অসম্মানিত ; না,

আমি নিজের প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে চাই না।
গণনীয় কাচের নিরাশায় আজও শিখি তোমার সঙ্গীতের মনোরাজ্য।

জিজীবিষা

একটি বায়বীয়রথের কাছে কিছুদূরের অনুভবমিশ্রিত ক্ষুধা
কল্পনার প্রাচুর্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে ; অপ্রস্তুত কুসুম
সম্মানিত হয়েছে রমণীদের পুণ্যবলে, হয়তো বা কমলালেবু ও মরুভূমির
মৎস্যদের পুণ্যবলে—হঠাৎ বজ্রনাদ হল জলশূন্য চোখে
আর ব্যবস্থাও হল বদ্বীপের মত আমার—রাত্রির বোধগুলি নিয়ে
দেখবে কি এবার নির্জন আত্মা ? ডুবুরিদের ঘোড়াদের গ্রামে
এসে দেখি মেঘের আশেপাশের প্রতিধ্বনির দিকে তাকিয়ে
স্থপতি নির্বাসন-গীতি গাইতে গাইতে প্রশস্ত হচ্ছে।
বায়ুমণ্ডলরূপী গোপাঙ্গনার ঈগল এসব দেখে
পড়ে যাচ্ছে চেতনার কিম্ভূত শক্রশিবিরে—মেছুয়াথালির
সিলভার পোকার ঝলমলানি পরীক্ষা হচ্ছে এখন।
ফিনিশীয় বায়ু শিখছে মৃত আহ্লাদ, লম্বা বর্বর আলোকবর্জিত
সঙ্গীতের নুড়ি অভিনব পাথরে ক্রমে জমে যায়।
সমস্ত রাজপথে গঙ্গোদক বসে, দণ্ড চলে বৃদ্ধবাদকদের
মুক্তাখচিত কেল্লার পাশে, উষর মরুর আগুনে হারিয়ে যায় রণক্ষেত্র
আয়ান হাওয়ায় কৌস্তুভ হয়ে থাকে, প্রহরের
বিপ্লবীদের দেখে—মাঠের কৌমুদাদের কুশল নিরেট করে যায়
স্থির রঙের চাঁদ দেখে নেয় আরামদায়ক হিমমণ্ডল
লক্ষ্য করে সৌক্ষ্মার সমস্ত চূড়া।

উপসংহার

তাদের হালকা সাদা-রঙা মাথার খুলিগুলো
তাদের গুপ্ততন্ত্রানুযায়ী বৃত্তাকারে সাজান হল
তাদের মহিষগুলো কান খাড়া করে শুনল অ অ
অস্থির দৃশ্যের ভিড়ে এসে চমকে উঠল তাদের সর্দার ও উচ্চকর্মচারীরা—ঠিক
এই সময়েই দুজন ঘোড়সওয়ারকে পাহাড় থেকে নেমে আসতে দেখা গেল॥